রঙ্গমল্লী

রঙ্গমল্লী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩১৩

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

যিনি

বাঙালীর দৈনিক জীবনে সত্য ও সুন্দরের উচ্চ আদর্শ

প্রতিষ্ঠাকল্পে চিরদিন সচেষ্ট,

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যাঁহাকে কবিতায়

অভিনন্দিত করিয়াছেন,

যাঁহার গৌরব-মণ্ডিত নামের অনুকরণে বর্ত্তমান লেখকের

নামকরণ হইয়াছিল,

সেই বহুমানাস্পদ মনীষি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয়ের করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দন স্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থ

সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

* * *

বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গময়ী বীণা,
তানে সুরে মুহু পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিশ্বলীনা !
জীবন-রঙ্গ ! শত তরঙ্গ
চির-ভঙ্গিমাময়,
ক্ষ রি' নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরূপ অভিনয় !
অসীমের নীড়ে সুপ্ত পরাণ
স্বপন-রভসে দোলে,
হৃদয়-কুহরে অনাদি ডমরু
'ডিমি-ডিমি-ডিমি' বোলে !
রাঙা অনুরাগ—গেরুয়া বিরাগ—
খেলে নিতি নব খেলা,
করুণ-মধুর রুদ্র-দারুণ
দুঃখ সুখের মেলা !
ত্রিভুবন-জোড়া রঙ্গ-পীঠিকা
ত্রিকাল মিলনী গাথা,
উদয়-প্রলয়-নিলয় রঙ্গে
রঙ্গময়ী গাঁথা !
চলেছে নৃত্য চির-বিচিত্র
অভিনব-অভিরাম,—
মহাসাগরের নাগ-উপবীত
নিমেষে পুষ্পদাম !
মোহন বাঁশীর রন্ধ্র ভেদিয়া
উদাসীন শিঙা বাজে,
জনম মরণ চরণে দলিয়া
নাচে রে নটেশ নাচে !

* * *

আয়ুষ্মতী

পাত্র ও পাত্রী

পুরঞ্জয়	...	বৈশালীর প্রবীণ যোদ্ধা
আর্য্যধন	...	সম্ভ্রান্ত বংশীয় সমৃদ্ধ যুবক
সুবর্চ্চস্	...	বৈশালীর বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক
জ্যেষ্ঠক	...	জনৈক বৃদ্ধ
আয়ুষ্মতী	...	পুরঞ্জয়ের কন্যা ও আর্য্যধনের বাগ্‌দত্তা পত্নী
ঋষিদাসী	...	আর্য্যধনের মাতা
বাক্‌সিদ্ধা	...	মন্দির-পালিকা

নাগরিকগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

[পটোৎক্ষেপণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যবনিকার অন্তরালে কোলাহল]

আত্মস্মৃতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরঞ্জয়ের বাটীর সম্মুখস্থ পথ,—অদূরে দেবীমন্দির

(জ্যেষ্ঠক, সুবর্চ্চস্ ও নাগরিকগণ)

সুবর্চ্চস্

পুরঞ্জয় ! পুরঞ্জয় ! নেমে এস, নেমে এস ত্বরা,
এ বিপদে, এ দুর্দ্দিনে আমাদের হও হে সহায় ;
থেক না দুয়ার রুধি' মনে পুষি' পুরাণো আগুন ;
দেখ চেয়ে ধর্ণা দিয়ে আছি সবে দুয়ারে তোমার ।
এস তুমি বাহিরিয়া, পুরঞ্জয় ! পূর্ব্বের মতন
আমাদের সেনাপতি হ'য়ে, লয়ে চল যুদ্ধে সবে ।

পুরদ্বারে—ইন্দ্রকীলে স্পর্দ্ধিত লিচ্ছবি দেছে হানা ;
তুমি সাজিয়াছ যুদ্ধে—জনরবে শুনি' এ বারতা
শত্রু হবে হতবুদ্ধি, মিত্রেরা লভিবে নব বল।
কর্ণপাত কর কাকুতিতে হে প্রবীণ ! বীরাগ্রণী !
থেক না বিরাগ-ভরে দূরে সরি' পরের মতন,
তুমি একা শক্তি ধর এ শত্রু দমনে। ওগো বীর,
রক্ষা কর অগ্নি সাগ্নিকের, রক্ষা কর বাস্তভিটা।
লও এ যুদ্ধের ভার, হও তুমি নেতা আমাদের ;
পুরঞ্জয় ! সদাশয় পুরঞ্জয় ! রাখ—কথা রাখ।

নাগরিকগণ

কথা রাখ পুরঞ্জয় ! রাখ আজ বৈশালীর মান।

(ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহসম্মুখস্থ সোপানশ্রেণীতে পুরঞ্জয়ের অবতরণ)

পুরঞ্জয়

কেন এই গণ্ডগোল ? আমারে কিসের প্রয়োজন ?

নাগরিকগণ

রক্ষা কর আমাসবে লিচ্ছবির আক্রমণে, বীর !

পুরঞ্জয়

তোমরা বৈশালীবাসী,—তোমাদের এ মহানগরী
এই বাহু পঞ্চযুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে শত্রু হ'তে ;—
বারম্বার পঞ্চযুদ্ধে তোমা সবে করেছি উদ্ধার ;
এই তার পুরস্কার ! আমারে রেখেছ অনাদরে,
অশ্বথ-শিকড়ে দীর্ণ পাষাণের জীর্ণ এই স্তূপে,—
অভাবের রাহুগ্রাসে ঘেরা ; পড়ে আছি এক প্রান্তে

দারিদ্র্যে পীড়িত ; পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত ; পঙ্গু যেন
মৃত্যু-প্রতীক্ষায় ! তারপর—সহসা পড়েছে মনে
পুরঞ্জয়ে আজ ! হেতু ? লিচ্ছবি দিয়েছে হানা দ্বারে ।
বিস্মৃত বর্জ্জিত যেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে
বিপদের দিনে হায় আসা কেন তাহার দুয়ারে ?
ফিরে যাও ; ফিরে যাও ; রাখ দেশ পার যে উপায়ে ।
আর নয় ; পুরঞ্জয় তোমাদের কেহ নয় আর ।
কল্য, পুন, কন্যা মম আয়ুষ্মতী হবে পরিণীতা
আর্য্য আর্য্যধন সহ ; গৃহ মোর যাবে শূন্য হ'য়ে ;
আজ আমি তারে ছেড়ে কোনোখানে যাবনা বাহিরে ;
কোনোমতে হবনা বাহির ; ধ্বংস হয়ে যায় যাক্ পুরী ।

জ্যেষ্ঠক

বহুযুদ্ধে বহুবার দাঁড়ায়ে তোমার পাশে আমি
যুঝিয়াছি, পুরঞ্জয় ! স্মরণ কি আছে মোরে ?

পুরঞ্জয়

আছে ।

জ্যেষ্ঠক

স্মর তবে একবার তোমার সে মৃত প্রেয়সীরে,—
বৈশালীরে বাসিত সে ভাল ; জন্ম তার এইখানে,
এইখানে তব সনে পরিণয় তার, পুরঞ্জয় ;
সে যদি থাকিত বেঁচে আজ, তবে সে কি অনুরোধ
করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ?
প্রিয় তার ছিল এই পুরী, এই সব অলি গলি
গৃহ-অভিমুখী, আর, এই সব চির-পরিচিত

উর্ম্মী-সমন্বিত অট্টালিকা গিরি সম ঊর্দ্ধগামী,—
এদেশ বাসিত ভাল প্রেয়সী তোমার, পুরঞ্জয়!
তারে স্মরি,—আমাদের বাঁচাইতে নহে—তারে স্মরি'
যুদ্ধে চল; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি।

(তোরণের বাহিরে জয়ধ্বনি)

নাগরিকগণ

পুরঞ্জয়! পুরঞ্জয়! আর দেরী নয় পুরঞ্জয়।

পুরঞ্জয়

তাই হোক; আজিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে,
তারে স্মরি' অস্ত্র ধরি—অস্থি যার এ নগরী ধরে।

(নাগরিকগণ আনন্দধ্বনি করিল)

পুরঞ্জয়

কিন্তু রহ, আগে আমি জিজ্ঞাসিয়ে আসিগে দেবীরে,—
কে লভিবে সিদ্ধি আজ শূল-শেল-শল্যের সজ্ঘাতে?

(মন্দিরের রুদ্ধদ্বারেব সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে)

হে দেবী! চলেছি যুদ্ধে, বৈশালীরে রক্ষিতে বাসনা,
শত্রু-আক্রমণ হ'তে; চেষ্টা মম হবে কি সফল?
জানাও তা ইঙ্গিতে আভাষে কৃপা করি মোরে দেবী;
অথবা আসন্ন আজি বৈশালীর দুর্ভাগ্যের নিশা!

(দ্বার খুলিয়া বাক্‌সিদ্ধা বাহির হইলেন)

বাক্‌সিদ্ধা

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কহে "শোন পুরঞ্জয়,

যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয় ;
বৈশালীর রক্ষা বীর ! করিবে তোমারি তরবার—

(হর্ষধ্বনি)

কিন্তু যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,—
হোক্ পশু হোক্ নর,—বলি দিতে হবে জেন' তারে।

পুরঞ্জয়

নহিক পশ্চাৎপদ তায়।

(বাহিরে বিপক্ষের জয়ধ্বনি)

বর্ম্ম আন, বর্ম্ম আন।

(একজন ভিতর হইতে বর্ম্ম আনিয়া পুরঞ্জয়কে পরাইয়া দিল)

(শিরস্ত্রাণ হস্তে আয়ুষ্মতীর প্রবেশ)

পুরঞ্জয়

বৎসে ! বৎসে মোর ! একমাত্র সন্তান আমার তুমি ;
সাবধানে থেক গৃহে ; চলিলাম লিচ্ছবি দমনে।
এস বৎসে, চুমা দাও। (শিরশ্চুম্বন)
এইবার চল বন্ধু সবে,
এইবার বৈশালীর টলমল প্রাকারের দিকে—
চলিল এ পুরঞ্জয়,—কে যাবে হে ? সঙ্গে কে কে যাবে ?

(আয়ুষ্মতী ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান)

(আর্য্যধনের প্রবেশ)

আর্য্যধন

আয়ুষ্মতি !

আয়ুষ্মতী

আর্য্যধন !

আর্য্যধন

কিসের এ কোলাহল আজি ?
তোমাদের এই নিরালয়ে ?

আয়ুষ্মতী

নগরের যত লোক
এসেছিল পিতারে সাধিতে,—বলে, নিয়ে সৈন্যভার
লিচ্ছবির ব্যূহ ভেদি' ছিন্ন ভিন্ন করিতে তাদের ।

আর্য্যধন

গিয়েছেন চলে তিনি ?

আয়ুষ্মতী

গিয়েছেন মুহূর্ত্তেক আগে
যুদ্ধের উৎসাহে মাতি' ।

আর্য্যধন

আর আমি ? আছি দূরে সরে
অবহেলি রণাহ্বান ; বিরূপ নগরবাসী তাই
মোর 'পরে ; অকৃতজ্ঞ বৈশালীর আচরণে যবে
রুষিলেন আর্য্য পুরঞ্জয়, পক্ষ তাঁর, লয়েছিনু
আমি ; সে অবধি—একি ! মা যে মোর !

(অন্তরালে গমন)

আমারো মা !

(লোকজনসহ ঋষিদাসীর প্রবেশ)

ঋষিদাসী

বৎসে !

সাজাইয়া ঘর দ্বার, গুছাইয়া বিবিধ তৈজস,
কাঞ্চন ভাজন যত একে একে করি পরিষ্কার
রাখিয়াছি ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে, আছে সব তোর প্রতীক্ষায় ;
রেখেছি স্ফটিক পাত্রে কুলুঙ্গিতে ফুলের স্তবক,—
কোণে, সোপানের বাঁকে, ঠাঁই ঠাহরিয়া মনে মনে,
ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে তুলেছি সুন্দর করি ;
ঘুরিতে ফিরিতে অতর্কিতে পুষ্পগন্ধে খুসী হবে
মন তোর। পশমের অঙ্গরাখা, শাড়ী রেশমের
রাখিয়াছি রৌদ্রে দিয়ে ; সিন্দুকের গুপ্ত অন্ধকারে
হাসিতেছে মণিমুক্তা—সঞ্চিত সে যুগ যুগান্তের।
যাবে তুমি মা আমার ! পরিচিত আপনার ঘরে ;
অচেনার মত সেথা পড়িবে না গোলোক-ধাঁধায়।
আমি আর কটা দিন ? যাব তীর্থে চলে—

আয়ুষ্মতী

(হাতে হাত লইয়া)

সে হবে না।

ঋষিদাসী

ভাল, বাছা, তোরি কথা থাক ;—তোরি কথা থাক তবে।
গৃহিণী ! গৃহের লক্ষ্মী ! আমি শুধু ভাবি, আয়ুষ্মতী,—
মার মন,—আমি ভাবি 'আয়ুষ্মতী—অল্পবয়সী সে
যত্ন সে কি পারিবে করিতে মোর পুত্রে মোর মত ?'
জানি আমি কিশোর হৃদয়—ভালবাসা সুগভীর

তার, তবু,—সে কি ঠিক আমার এ স্নেহের মতন ?—
বহু মানসিকে গড়া ? বহু দৈব আশ্বাসের বাসা ?—
বিশ্বাসের স্বর্গবায়ু ? দীর্ঘশ্বাস-সঞ্জীবিত আশা ?—
অকল্যাণ-আশঙ্কায় চিরকাল আঁখিজল ফেলা ?—
দুশ্চিন্তায় স্পন্দমান ?—অসম্ভব। তবু জানি মনে
আমি কিছু নহি চিরদিন ; তোমা সম শান্তশীলা
বধূ, ঘরে আনে পুত্র, এ আমার আজন্মের সাধ।

আয়ুষ্মতী

মা আমার ! মা আমার ! মাতৃহীনা মা পেয়েছে ফিরে।

ঋষিদাসী

বৎসে ! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কী দুর্দ্দশা ;
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ; নূতনে আপন করি' নিতে
কত যে আয়াস তার ! পুরাতনে প্রাণপণ বলে
আঁকড়িয়া ধরে থাকে ; ভুলেছিনু সন্তানেরে লয়ে
এতদিন ; তাহারেও দিতে হবে নূতনেরে সঁপে,—
সময় এসেছে , আ—আ ! নূতনে ও পুরাতনে, হায়,
দ্বন্দ্ব যদি বেধে যায়, নূতনেরি হ'বে জয়, জানি।
পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না মা, তুমি,
বুড়া বয়সের এই ধারা ; তবে আসি ; কাল তবে—

(শিরশ্চুম্বন ও প্রস্থান)

আর্য্যাধন

একি ! বিবর্ণ যে মুখ ! মা তোমারে বলেছেন কিছু ?

আয়ুষ্মতী

কই ? কিছু না—কিছু না ; বিবর্ণ হয়েছে নাকি মুখ ?

তবে সে পিতার কথা ভেবে ; যুদ্ধের এ আবাহনে
কান যদি না দিতেন তিনি, বড় ভাল হ'ত তবে,
বিশেষতঃ আজ রাত্রে, দুর্ঘটনা ঘটে যদি কোনো,—
দূর হোক দুর্ভাবনা, ওকথা ভাবিতে নাই আজ ;
আজিকার এই রাত্রি কাটাইব দোঁহে মিলি মোরা
কালিকার কথা ভাবি, অরুণ-উদয়-প্রতীক্ষায়,
গভীর রহস্যে-ঘেরা সংমিলিত দুটি জীবনের
ভবিষ্যের কথা ভাবি' স্বপ্নে স্বপ্নে পোহাব রজনী।

আর্য্যধন

অনাগত দিবসের প্রাণময় কিরণ-স্পন্দন !
—এখনি সে আরম্ভ হয়েছে !

আয়ুষ্মতী

পূর্ব্বাকাশে মেঘস্তর
উঠিল গোলাপী হ'য়ে—এরি মধ্যে !—আমাদের লাগি !

আর্য্যধন

দিন এসে চলে যাবে ; তারপর, আসিবে চন্দ্রমা
সন্ধ্যাতারা সঙ্গে লয়ে !

আয়ুষ্মতী

তারপর ধীরে ধীরে ধীরে
আবার সে চন্দ্রতারা মিলাইবে দিনের আলোকে !
দেখ, মনে হয়, যেন, আজ রাত্রে পৃথিবী আকাশ
স্তব্ধ হ'য়ে রবে ক্ষণকাল পবিত্র-গম্ভীর এই
দুটি হৃদয়ের সম্মিলন-সন্ধিক্ষণে ; মত্ত বায়ু

হবে স্থির ; ঘরে ঘরে শয্যাতলে জাগিয়া শিশুরা
জিজ্ঞাসিবে জননীরে—কেন হেন স্তব্ধতা চৌদিকে ?

আর্য্যধন

নৌবৎও ধ্বনিবে নভে ; শুনিবে সে, কান আছে যার।

আয়ুষ্মতী

আর মৃদু মধুস্বর—যত সে তরুণ দেবতার !

আর্য্যধন

চন্দ্রালোকে আত্মায় আত্মায় বিবাহ নন্দন-বনে !

আয়ুষ্মতী

আর যত মৃত প্রেমিকের জলে স্থলে জাগরণ !
আর, আমি না উঠিতে জেগে, দেবতারা একে একে
এসে, মোর শয্যাপাশে, মৌনে রেখে যাবে আশীর্ব্বাদী !—
অপূর্ব্ব, উজ্জ্বল, মনোহর ! মোরা আজ বড় সুখী ;
কত লোক এজগতে দুঃখে দিন করিছে যাপন,
মোরা দোঁহে তবু সুখী ! একি গো অন্যায় ?

আর্য্যধন

কি অন্যায় ?

আতিশয্য আনন্দের—অন্যায় কি আছে তায় ?

আয়ুষ্মতী

বল

মোরে, প্রিয় ! যেইক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার
ফেলিল স্বীকার ক'বে ভাল সে বেসেছে একজনে,—
সেইক্ষণ—সেকি রাত্রি ?—সেকি দিন ?

আর্য্যধন

কেমনে বর্ণিব ?
দিন সে—কিবা সে রাত্রি ; মনে হয়, যেন সেইক্ষণে
অরুণ উদয় হ'ল,—সেইক্ষণে শূন্যতার মাঝে
নক্ষত্রেরও হ'ল আবির্ভাব ; উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল, শুভ্র।
মাতৃ-গর্ভ-শয্যা-তলে হ'ল যবে জীবন-সঞ্চার
অস্ফুট দু' আঁখি দিয়ে তোমারেই খুঁজেছি সেদিন ;
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হায়, কেঁদেছিনু তোমারি লাগিয়া ;
তোমারি লাগিয়া বুঝি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন ;
তারপর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
শিয়রে-সোনার-কাঠি গল্পের সে রাজকন্যাটিরে,
আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি দু' আঁখি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায় !

আয়ুষ্মতী

ভাল তবে বাসিতে সে রাজকন্যাটিরে ; মোরে নয় !

আর্য্যধন

লক্ষ কাহিনীর মাঝে তুমি ছিলে লক্ষ রূপ ধরে।

আয়ুষ্মতী

আমার এ ক্ষুদ্র হিয়াখানি—আশ্চর্য্য এ ! নিতি নিতি
প্রকাশের—বিকাশের—পুলকের কি এক বারতা
পাশে আসি এর মাঝে সূর্য্য-অস্ত-কালে—প্রতিদিন ;
লক্ষ্য করিয়াছি আমি ;—সে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি !
সে যেন গো চকোরের চন্দ্রলোক-যাত্রা দুর্নিবার

স্বর্গের তোরণ দিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চ সারা দেহে!
হায়,—পিতা যদি—আজ—

আর্য্যধন

আজিকার দিনে আয়ুষ্মতী
দূর কর দুর্ভাবনা তুমি।

আয়ুষ্মতী

নিরাপদে—ফিরে যদি—

(মন্দির-সোপানে গিয়া করজোড়ে)

দেবি! দেবি! শক্তিরূপা দেবি! নমি তোরে ভক্তি ভরে;
লিচ্ছবির যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরাও পিতারে।
হেথা মোরা দু'টি প্রাণী ভাসি আজ যে আনন্দ-স্রোতে
সে স্রোত বারেক আসে মানবের মর্ত্ত্য এ জীবনে।
আমাদের দু'জনের কালি শুভ বিবাহের দিন
আকস্মিক দুর্ঘটনা যেন দেবি! বিঘ্ন না ঘটায়;
সহসা না দেয় ভেঙে ভঙ্গুর এ সুখের স্বপন
আমাদের। যাই ঘরে, ভিক্ষা মোর জানায়ে তোমায়।
বিজয়ী পিতার মম প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায়
রব বসি' উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব। তারপর তূর্য্যধ্বনি
নৈশ নিস্তব্ধতা ঝিঁঝি জয়বার্ত্তা জানাবে যখন
আমিও সবার সাথে বাহিরিব পিতারে ভেটিতে
পিতৃ-গর্ব্বে গরবিণী, বিজয়িনী জয়ের গৌরবে।
প্রিয়তম! আসি তবে, যাই গৃহে আজিকার মত।

আর্য্যধন

আজিকার মত ; এস।

(আয়ুষ্মতীর প্রস্থান)

(অস্তসূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া)

হে দেবতা! জ্যোতি অস্তমান্!

আশীর্ব্বাদ কর তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে
অস্তাচলচূড়া হ'তে। কাল পুন ভাস্বর প্রভাতে
সুবর্ণে রঞ্জিবে যবে তরঙ্গিত উদয়-সাগর,
আমাদের দুজনের পরে বরষিয়ো রশ্মিচ্ছটা
মৌন মহিমায়, অপরূপ ;—লাবণ্যের লাজাঞ্জলি।
কিম্বা যুগলের শিরে বুলাইয়ো পবিত্র ও কর।

(নেপথ্যে দূরে জয়ধ্বনি)

কিসের এ কোলাহল ?

(নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিক

জিৎ! জিৎ! আমাদের জিৎ!

ওই দেখ! শস্ত্রপাণি স্কন্ধারূঢ় জয়ী পুরঞ্জয়!
জয়গর্ব্বে উদ্ভাসিত! ছত্রভঙ্গ পলায় লিচ্ছবি!

(অদূরে জয়ধ্বনি)

আর্য্যধন

যাই এবে অন্তরালে আমি ; দেখিব অপূর্ব্ব দৃশ্য,—
পিতা ও কন্যায় ভেট,—বিজয়ান্তে আনন্দ-মিলন।

(অন্তরালে গমন)

(নানা শ্রেণীর সৈনিক ও নাগরিক আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে দলে দলে দ্রুতবেগে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইল। শেষে কয়েকজন নাগরিকের স্কন্ধারূঢ় হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পুরঞ্জয়ের প্রবেশ। ঠিক এই সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সহচরী-পরিবেষ্টিতা আয়ুষ্মতী প্রবেশ করিলেন।)

পুরঞ্জয়

তুই !—তুই !

জনৈক লোক

মূর্চ্ছা পায় পুরঞ্জয়,—দেখ, দেখ, ধর।

২য় লোক

কোথাও লেগেছে চোট,—যুদ্ধকালে হয়নি খেয়াল,
এখন ক'রেছে কাবু।

৩য় লোক

ভিড় ছাড়—তফাৎ—তফাৎ।

(আর্য্যধনের প্রবেশ ; আর্য্যধন ও আয়ুষ্মতী পুরঞ্জয়কে ধরিয়া রহিলেন)

পুরঞ্জয়

(সাম্‌লাইয়া)

সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, ফিরে যাও, ঘরে যাও সবে ;
যে কাজ করিতে হ'বে—নিজ হাতে আমায় এখন—
নির্জ্জনে সে হ'বে ভাল ; যাও বন্ধুগণ। আয়ুষ্মতী !
তুমি থাক, আর্য্যধন ! আর তুমি থাক, এই পাশে ;
এখন যা' কাজ,—তাহা আমাদের তিনটিকে নিয়ে।

সুবর্চ্চস্

(ভিড় ঠেলিয়া পুরঞ্জয়ের কাছে আসিয়া)

চলিয়া যাবার আগে, জেনে যেতে চায় এরা সবে,—
চোট্ তো লাগেনি কোথা' ?

পুরঞ্জয়

লাগেনিক'—বাহিরে সে চোট।

সুবর্চ্চস

বিদায় এখন তবে ; তব তরে বিজয়-মুকুট
ল'য়ে সবে ফিরিব আবার ; এখন বিদায় হই ।

(আয়ুষ্মতী, আর্য্যধন ও পুরঞ্জয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পুরঞ্জয়

আর্য্যধন ! আয়ুষ্মতী ! যে দারুণ—যে বিষম কথা
বাধ্য হয়ে হইবে বলিতে, সংক্ষেপে সে বলি, শোনো ;
যুদ্ধযাত্রাকালে যবে দেবীরে সুধানু ফলাফল,—
কহিলেন দেবী মোরে দৈব ভাষে "শোনো পুরঞ্জয় ।
লিচ্ছবির সহ রণে নিশ্চয় তোমার হবে জয় ;
বৈশালীরে রক্ষা আজি করিবে তোমারি তরবার,
কিন্তু যবে জয় লভি' ফিরিবে আলয়ে আপনার,—
তখন প্রথম যারে দেখিবে সম্মুখে নিজ দ্বারে,—
হোক পশু, হোক্ নর,—বলি দিতে হবে, জেন তারে ।"
—তুই বাছা—তুই আয়ুষ্মতী—সর্ব্বাগ্রে ভেটিলি মোরে
আজ ।—দেবী ! দেবী ! দেবী ! এই তবে তোমার আদেশ
সন্তানে সে বলি দিবে শত্রু হ'তে রক্ষিল যে দেশ ।

আর্য্যধন

হ'বে না সে বৈশালীতে ; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি,—
দেহে মোর আছে প্রাণ,—শিরায় শোণিত,—হ'বে না সে।
দেবদেবী মানিনেকো, দৈববাণী—গ্রাহ্য সে করিনে
দেবতা অন্যায় যদি বলে ; কি বিধানে, কি বিচারে
কোন্ অধিকারে, সাধিবে এ কাজ আর্য্য ? কহ তুমি ;
করেছ স্বদেশ রক্ষা, তাই বলে' সন্তানে বধিবে ?
সে নির্দ্দোষ—কী করেছে ? কোন্ দোষে মৃত্যুদণ্ড তার ?
তার প্রাণ বলি দিবে ? বৈশালীর লাগি' ? এত দাম
বৈশালীর ? ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম রক্তবিন্দু তার
ঢের বেশী মূল্যবান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হ'তে।
অদ্ভুত পূজারী তুমি,—বলি-পশু আপন সন্তান !

পুরঞ্জয়

রক্ষা কর—বন্ধ কর প্রগল্‌ভ প্রলাপ !

আর্য্যধন

ভেবে দেখ,
ওরে বধি' বধিবে দুজনে ; মরে গেলে আয়ুষ্মতী
তার পর বেঁচে থাকা—প্রাণহীন জড়ের জগতে—
ভেবেছ সম্ভব তুমি—মোর পক্ষে ? আর্য্য পুরঞ্জয় !
আমি যাব ; সেই শোকে মা আমার মরিবে অকালে,—
বধূবরণের লাগি' সাজায় বরণডালা যেই
নিশ্চিন্ত-আনন্দে আজি উৎসব-মগন গৃহমাঝে।

আর তুমি ? এ বয়সে কোথা হায় লভিবে সান্ত্বনা ?
কাল প্রাতে অসি, বর্ম্ম, ধনুঃশর হ'বেনা দোসর,
সুধাবে না কোনো কথা শূন্যগর্ভ সাজোয়া তোমার।
তবু তুমি দিবে বলি! দিবে বলি ভবিষ্যের আশা,
চূর্ণ করি' দু'জনের হৃদয়ের স্বপন-সাধনা ?
ছিন্ন করি দুটি জীবনের মিলনের স্বর্ণ-ডোর ?
মুছে দিবে আনন্দের লিপি দুঃখভাগী দোসরের ?
ভেবে রেখেছিনু মনে যেই পাণি করিব গ্রহণ
আপনার পাণিপুটে, শিথিল সে হইবে না কভু,—
যতদিন মৃত্যু তারে না করে শিথিল। আর তুমি
শিথিল করিয়া তারে দিতে চাও গ্রহণের ক্ষণে ?
ধেয়ানে যা গড়েছিনু বহু নিশি জাগি'—ভেঙে দিবে ?
আমি বলিতেছি, আর্য্য, গ্রাহ্য তুমি কর'না দেবতা;
শূন্যগর্ভ দেবলোক—বিচারের আশা নাই হোথা;
আর যদি, বৃদ্ধ! তুমি দেবতার না দেখ অন্যায়
তোমার অন্যায় কাজে আজ তবে আমি দিব বাধা;
সন্তান-হত্যার পাপে লিপ্ত তুমি হইবার আগে
শুভার্থী তোমার আমি, নিজ হাতে বধিব তোমারে।

পুরঞ্জয়

বৎস! কাজ কি সহজ কিছু হ'ল—কথাতে তোমার ?
সহজে এ দেবঋণ শোধিবার না দেখি উপায়;
লব্ধ জয়,—প্রতিশ্রুত মূল্য দিতে হবে সে এখন।
মর্ত্ত্য নর—কী বুঝিবে দেবতার অমোঘ বিধান ?—

যে বিধানে সূর্য্য চলে—অপথে পবন পায় পথ !
তবু—তবু—নাহি জানি—কোন্ প্রাণে—যে রক্ত
আমারি রক্ত—
নিজ হাতে, সেই রক্তপাত—কেমনে করিব আমি ?
রুক্ষস্বরে যেই দিনই কিছু আমি বলেছি বাছারে
সেই দিনই পারিনি ঘুমাতে রাতে,—সেই আয়ুষ্মতী ;
মাতৃহীন সন্তান আমাব, মায়েব স্মিরিতি মেয়ে !
আমার সে মৃতপ্রিয়া রেখে গেছে বহু চিহ্ন তার
ওর মাঝে—বহু স্মৃতি ; সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর ।
সেই ধারা ! সেই সে ধবণ !—পুবাতন—পরিচিত ।
ওরে যদি করি বধ তুই নারী হত তবে হবে ;
পবিত্র ! পবিত্র তুই মায়েব-আভাসে-ভবা মেয়ে !
তোর মৃত্যু ! হায় বৎসে ! সে যে তোর মায়েরও মরণ ;
মূর্ত্তি ধরে আজো যে রয়েছে তোর মাঝে, সেই নারী !
সংমিলিত আমাদের জীবনেব ধাবা, থেমে যাবে
এতদূর এসে—জগতের আদিকাল হ'তে ! হায় !
আর আমি ? এর পবে শূন্য গৃহে কী পাব আশ্বাস ?
সন্ধ্যা-অন্ধকারে যবে বর্ষাধাবা ঝবিবে ঝর্ঝর,
কী সান্ত্বনা রহিবে তখন ? বাঁচায়েছি বৈশালীরে ?
সন্তান খোয়ায়ে লাভ স্বদেশীর প্রশংসা-গুঞ্জন ?
যশের মুকুট পবা—সন্তানের রক্তসিক্ত হাতে ?
তার চেয়ে, মৃত্যু ! তুমি, বেঁধ বাণে এই মুমূর্ষুরে !
দেবী ! দেবী ! বিজয়ের মূল্য যদি হয় নরবলি
বিজয়ী সে দিক্ নিজ প্রাণ, আজ্ঞা কর, আজ্ঞা কর ।

বৃদ্ধের এ রক্তধারা—পাংশু ব'লে গ্রাহ্য কি হবে না?
কিম্বা চাহ তপ্ত রক্তধারা—রক্তজবা সম লাল?
বল, দেবী দয়া করি, উত্তরের আছি প্রতীক্ষায়।

(মন্দিরের দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিল)

পুরঞ্জয়

নির্ব্বাক! নির্ব্বাক দেবী!

আয়ুষ্মতী

আমার বক্তব্য আছে পিতা!

পুরঞ্জয়

বল বৎসে!

আয়ুষ্মতী

প্রথম শুনিনু যবে দারুণ ওকথা,—
শুনিনু তোমারি মুখে, নারিনু বুঝিতে যেন ঠিক,
বজ্রাহত রহিনু দাঁড়ায়ে! ক্রমে বুঝিলাম সব
ধীরে ধীরে সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে যেন এল;
বুঝিলাম, শত্রু হ'তে রক্ষা তুমি করেছ স্বদেশ,—
বলি দিতে হ'বে তাই একমাত্র সন্তান তোমারি।
ভাবিলাম মনে মনে, "মরিব কেমন ক'রে আমি?
পিতা মোর কেমনে বা কাটিবেন মোরে নিজ হাতে?
যেই হাতে একদিন শূন্যে মোরে করিয়া উৎক্ষেপ
ধরেছেন সকৌতুকে খেলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে।
আমি, হায়, একমাত্র সন্তান তাঁহার; ভাই নাই,
নাই বোন; শিশুকালে মাতৃহীনা, তাঁহারি যতনে

উঠেছি বাড়িয়া দিনে দিনে, একমাত্র সঙ্গী তাঁর
আমি এ নির্জ্জন গৃহে, সঙ্গীহীন জীবনের সাথী।
আমি না থাকিলে কাছে কে শুনাবে প্রতিদিন, পিতা!
দেবতার বন্দনা সন্ধ্যায়, কে সুধাবে স্তব্ধ সাঁঝে
মায়ের যত সে কথা, যার কথা কহি' তুমি আজো
লঘু ক'রে নাও নিজ মন, নয়নের জলে তিতি ;—
ব্যক্ত করি' গুপ্ত শোক। এ বৃদ্ধ বয়সে হায় পিতা,
অযত্ন তোমার যদি হয়, মরেও পাবনা শান্তি
তবে। হায়, তাই ভাবি তোমার ভাবনা সব আগে।
তার পর,—মনে মনে যে পেতেছে সোনাব সংসার,—
রাত্রি জেগে বসে আছে সোনালি মেঘেব প্রতীক্ষায়
পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে, সহসা যে আশাহত আজ,—
ভাবিলাম তার কথা। কিন্তু, কাজ নাই সে কথায়,
সে কথা লুকানো থাক হৃদয়ের তপ্ত দুটি নীড়ে।
প্রিয়তম! সে স্বপন নিতান্তই ব্যর্থ যদি হয়,—
তাই হোক ; সে কথা ভুলোনা তবে আর, ভোলা ভালো
এখন সে সুন্দর স্বপন। ভাবি আমি, এর পর
কেমনে কী ভাবে তুমি, হায়, জগতে কাটাবে কাল
ভগ্ন এ হৃদয় লয়ে ; পাতিতে কি পারিবে সংসার?
দুটি জীবনের সূত্র—এমনি সে গিয়েছে জড়ায়ে
এক সাথে, দিনে, দিনে!—এখন সে একটি ছিঁড়িলে
আরটিও হয়তো ছিঁড়িবে ; তাই ভাবি, তাই ভাবি।
আর ভাবি মরে-যাওয়া সে কী ভয়ঙ্কর—কী কঠিন।
আমি যদি হইতাম সদ্যোজাত ক্ষুদ্র এক শিশু

আলোকে ক্ষণেক হেসে পরক্ষণে যেতাম মরিয়া,
এত সুকঠিন তবে হত না মরণ; কিম্বা যদি
বৃদ্ধ কালে হ'ত মৃত্যু—উপবন শ্মশান যখন ;—
নীরবে যেতাম চলে তারালোকে, বিনা অশ্রুপাতে।
কিন্তু হায়! শিরায় শিরায় যবে আনন্দ-স্পন্দন
মনে মনে পৃথিবীর নানা সুখ সম্ভোগের সাধ
এ কিশোর কালে হায়, নূতনের নেশা নিয়ে চোখে
আচম্বিতে চ'লে যাওয়া! আলোকের আলয় ফেলিয়া
ছায়া হ'য়ে শূন্যে ফেরা,—কাকলি-কূজন-হীন দেশে!
শ্মশান-অশথ-ছায়ে ভেসে ফেরা বৈতরণী-জলে
জীর্ণ পর্ণ সম, হায়! শোনা শুধু মৃতের নিশ্বাস!
মরণ আসন্ন মোর! ওগো প্রিয়! ওগো প্রিয়তম!
আর তো সরম নাই তোমারে জানাতে এ সময়
হৃদয়ের সব সাধ; ইচ্ছা ছিল ওই তব বুকে
নিজেরে সঁপিয়া দিতে, পরশের পরম রভসে
ডুবে যেতে ধীরে ধীরে, হরষের নিবিড় নিশীথে।
সন্তানের ছিল সাধ আশৈশব মনের গোপনে,
ছিল সাধ সঁপিতে তা' সবে একে একে অঙ্কে তব,
ছিল সাধ স্তন্য দিতে ভাবী বার অদন্ত শিশুরে,
ভেবেছিনু ভাবী কোনো কবি পুষ্ট হ'বে স্তন্যে মোর।
কিছুই হ'লনা হায়। যেতে হ'ল অকালে চলিয়া;
অনাঘ্রাত পুষ্প সম অকলঙ্ক অম্লান জীবন,
অকালে সে ডুবে যাবে মরণের মৌন অন্ধকারে।
সব কথা ভাবিয়াছি, মুহূর্তে জেগেছে প্রাণে সব;

তবু, তবু মনে হয়, দূব হ'তে এসেছে আহ্বান,—
কানে কানে কহিছে কে ! কে আমারে ডাকে যেন 'আয় !'
মন্দ্র মৃদু দৃঢ় সেই স্বর ! এ যেন স্বর্গেব ডাক !
পিতার মমতা-পাশ, পতিপ্রেম, সন্তানেব সাধ,
সকলেব চেয়ে বড়,—সব চেয়ে বড় এ আহ্বান !
মনে হয় বিচার-বিতর্ক-ভোলা এই সে আহ্বানে
পঙ্গু করে পর্ব্বত লঙ্ঘন, আঁখি মুদি' নত করি'
শির ! বুঝি এ আহ্বান জগতের তপস্বী আত্মার
ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধমুখ ! এ আহ্বান সতীর চিতার,
জগতের দুর্গমচারীর সংমিলিত এ আহ্বান,—
মৃত্যুতে অমর যারা,—সেই সব বীরের এ ডাক !
পারিব মরিতে আমি, এ পাত্র কবিব আমি পান।
চোখে মোর নাই জল, প্রাণে নাই ভয়ের স্পন্দন,
বন্ধ হ'য়ে যাবে,—তবু হৃৎপিণ্ড দোলে শান্ত তালে !
মনে হয়—যেন কারা শূন্যে মোরে নিতে চায় তুলে,
কে কুমাবী বেড়িয়াছে কণ্ঠ মোব নিজ ভুজপাশে,
কে কিশোরী পাণ্ডু হাসি হাসে মোর পানে চেয়ে চেয়ে !
এমন মবণ হয় কার ?—হেন গৌরবের মৃত্যু ?
ছাথ্ তোরা বৈশালীর লোক ! বৈশালী সে রক্ষা হল,
আমি মরিলাম ; মোরে বলি দিয়ে—মুক্ত হল দেশ !
দুঃখ কিছু নাই পিতা, আশীর্ব্বাদ নিয়েছি যেমন—
শির পেতে চিরদিন, তেমনি নেব এ অস্ত্রাঘাত।
ব্যথা, ওগো ! সহিতে রহিলে তুমি, পিতা ; আমার এ
ক্ষণিক বেদনা,—তাব সনে তুলনায়। স্মর পিতা

স্মর আজি, আছে যত সন্তানবলির অবদান
পুরাণে ও ইতিহাসে, জীবনের মহাক্ষণে যারা
কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশেতে সন্তানে বধিল নিজ হাতে।
চল গৃহে, গৃহ-বেদিকায়। যোদ্ধা তুমি পিতা মোর
তুমি জান কোথায় হানিলে অস্ত্র মরিব সহজে,
এইখানে, নয়? দেখো, দুইবার না হয় হানিতে।
গৌরবের এ মরণ, তুচ্ছ বাঁচা এর তুলনায়!

(পুরঞ্জয় ও আয়ুষ্মতী সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন)

আর্য্যধন

আয়ুষ্মতী!

আয়ুষ্মতী

হায় বন্ধু। আর তুমি ডেকনা পিছনে,
মরণেরে চলেছি বরিতে।

(প্রস্থান)

(রঙ্গমঞ্চ অল্পে অল্পে অন্ধকার হইয়া আসিল। সমস্ত নিস্তব্ধ)

আর্য্যধন

কেঁদে কি উঠিল কেহ?—
করিল চীৎকার সে কি?—না, না, সে তো কাঁদিবার নয়;
এখনো নিস্তব্ধ সব, নিজ অস্ত্রে মৃত্যু মোর স্থির।

(প্রস্থান)

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ; বিজয়-মুকুট হস্তে সুবর্চ্চসের প্রবেশ)

নাগরিকগণ

জয় জয় পুরঞ্জয়! বৈশালীর শ্রেষ্ঠ বীর জয়!

(ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া পুরঞ্জয় গৃহ-সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; হাতে ও বস্ত্রে রক্তচিহ্ন ।)

পুরঞ্জয়

বন্ধুগণ ! আমি আজ তোমাদের জয়োল্লাস মাঝে
বাজাব না বিসম্বাদী সুর,—নিজের শোকের কথা
ক'য়ে ; সাম্রাজ্যের আনন্দের দিনে ক্ষুদ্র সংসারের
দুঃখকথা,—দমন করিতে চাই আপনার মনে ;
শুধু এই রক্তসিক্ত কর করিয়া উদ্যত ঊর্দ্ধে
জানাব একটি কথা ! দেবতার অলঙ্ঘ্য আদেশ
হ'য়েছিল মোর 'পরে,—জয়ী হ'লে লিচ্ছবির রণে
ফিরে এসে নিজগৃহে যাহারে দেখিব সব আগে
বলি তারে হ'বে দিতে আপনার হাতে দেবোদ্দেশে ।
ভেটিলাম যারে, হায়, সে আমার আপন সন্তান ।
অলঙ্ঘ্য দেবের আজ্ঞা ; তাই তারে এই মাত্র আমি
বলি দিছি দেবোদ্দেশে, কাটিয়াছি একটি আঘাতে ।
মনে হয়, পায়নি অধিক ব্যথা আয়ুষ্মতী মোর ।
এই যে রক্তের লেখা হাতে, উত্তরীয়ে,—এ আমার
কন্যার বুকের রক্ত,—একমাত্র সন্তানের লোহ ।
পুত্র নাই, পত্নী পরলোকে, সংসারে নাহিক কেহ ;
নিঃসঙ্গ নির্ভর-হারা দুই হাতে তবু লব আমি
জয়ের মুকুটখানি ; জয়ী আমি,—পরিব সে শিরে ।
তারপর একদিন শিথিল-শীতল হাত হ'তে
খসি' সে পড়িবে ভূমে, স্মৃতিশেষ হ'বে মোর নাম ;
সেই অনাগত কালে মনে রেখো, হে বৈশালীবাসী ।

আমি রক্ষা করেছিনু তোমাদের প্রিয় বাস্তুভূমি
সমৃদ্ধ এ বৈশালী পুরীরে। আর মনে রেখ, হায়,
বিনা দুঃখে হয়নি সে কাজ, হয় নি সে বিনা শোকে।

(নিঃশব্দে ক্রমশ ভিড় সরিয়া গেল, মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাক্‌সিদ্ধা
প্রবেশ করিলেন। পুরঞ্জয় ও বাক্‌সিদ্ধা পরস্পরের প্রতি
একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে
যবনিকা পড়িল।)

সবুজ সমাধি

পাত্র ও পাত্রী

ইয়স্ত	...	চীনসম্রাট
হান্‌চীন্‌ খাঁ	...	তাতার সর্দ্দার
মৌংস্থ	...	চীনসম্রাটের একজন অমাত্য
শাওকীন্‌	...	কৃষক কন্যা ; পরে রাণী

মুখ্য অমাত্য, তাতার দূত, প্রতিহারী প্রভৃতি।

সবুজ সমাধি

প্রস্তাবনা

হান্‌চীন্‌ খাঁ

শীতের বাতাস এসেছে আজিকে
কাঁপায়ে ঘাসের বন,—
পশ্‌মী আমার শিবিরের মাঝে
পশিছে অনুক্ষণ।
নিশীথ চাঁদেরে বিরহী সিপাহী
শোনায় ব্যাকুল বাঁশী,
কুৎসিত যত কুটিরের 'পরে
জোছনার ম্লান হাসি।

আমি সর্দ্দার, হুকুমে আমার
শিঙা বাজাইয়া ধরি'
লাখ লোক ছোটে যুদ্ধ করিতে
মরণ তুচ্ছ করি'।

আমি হুণ বংশের হান্‌চীন্ খাঁ; এই বেলে মাটির মুলুকের প্রাচীন বাসিন্দা; উত্তর-খণ্ডের আমি একলা মালিক। শীকার আমাদের ব্যবসা, যুদ্ধ আমাদের নিত্যকর্ম্ম। চীনসম্রাট উন্‌কং আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল; উইকং আমাদের ভয়ে সন্ধির প্রার্থী হয়েছিল। চীনে হূণে শেষবার যে যুদ্ধটা হ'য়ে গেছে সেই যুদ্ধে হার মেনে চীনসম্রাট আমার পূর্ব্বপুরুষকে কন্যাদান ক'রে বিবাদ মিটিয়েছিল। এমন কতবার হ'য়েছে।

সম্প্রতি গৃহবিবাদে আমাদের কিছু কাবু হ'তে হ'য়েছিল; যা' হোক শেষে সকলে আমাকেই সর্দ্দার বলে মেনে নিয়েছে। আমার হাতে এখন লাখো লোক। এবার রাজবংশের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছায় দক্ষিণে আসা গেছে। সম্রাটের কাছে কন্যা প্রার্থনা ক'রে কাল এক দূত পাঠিইচি। বলতে পারিনে তিনি আমাদের প্রাচীন দাবী রাখবেন কি না। আমার লোকেরা সব শীকারে বেরিয়েচে। কিছু জুটে গেলেই মঙ্গল; আমরা তাতারের লোক,—ক্ষেতও নেই, খামারও নেই; যা করে তীর ধনুক। (প্রস্থান)

(মৌংসুর প্রবেশ)

মৌংসু

কলিজা শিকারী বাজের মতন
চীলের মতন চক্ষু যার,—

নষ্টামি, লোভ, তোষামোদ আর
ছেঁদো কথা যার গলার হার,—
প্রভুর চোখে যে ধূলা দিতে পারে
অধীনের পায়ে টিপিতে গলা,—
আজীবন তার কত যে সুবিধা
এক মুখে তাহা যায় না বলা।

এই মৌংস্থ যে সম্রাটের অমাত্য হ'য়েচেন সে তো এমনি ক'রেই। চাটু অস্ত্র এম্‌নি পটুতাব সঙ্গে প্রয়োগ ক'রে আসা হ'য়েচে যে সম্রাট এখন আর আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চান না। আমি নইলে তাঁব আমোদই হয় না। আমার কথায় ওঠেন বসেন। এখন এ রাজ্যে এমন কে আছে যে মৌংস্থকে দেখে মাথা না নোয়ায়?—কে না খাতির করে? ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক মৌংস্থব সমাদর এখন সর্ব্বত্র।—কি বল্‌লে?—কেমন ক'রে এমন হ'ল? মন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে।

বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বিদ্যাবানের
নীতি উপদেশ করিয়া হেলা,
আমার কথায় বসায়েছে রাজা
প্রাসাদে রমণীরূপের মেলা।

ইস্! এই যে মহারাজ!

(নাবী ও নপুংসক বেষ্টিত সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট

সাত পুরুষের রাজ্য আমার
রাজ্যে আমার সাত শ' জেলা;

সবারি সঙ্গে সন্ধি আমার
জীবন কেবলি সুখের মেলা।

শোক নেই, উদ্বেগ নেই, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই; সাত পুরুষ কেন—দশ পুরুষ এমনি চলে আসছে। আমার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা কোৎ যে দিন এই রাজ্য অধিকার করেন সেই দিন থেকে চতুঃ-সীমান্তের কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আট দিক একেবারে ঠাণ্ডা। এতে আমার নিজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই; আমার রাজভক্ত রাজপুরুষদের কল্যাণেই শান্তি সুরক্ষিত হচ্চে। প্রাসাদে কিন্তু আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না; পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে অন্তঃপুরিকারা স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় অন্তঃপুর একেবারে শ্রীহীন হ'য়ে পড়েছে। আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না।

মৌংসু

দেবপুত্র! আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করচেন? গরীব চাষাও ইচ্ছামত পত্নী গ্রহণ করতে পারে, আর আপনি—যিনি অষ্টদিক-পালের মধ্যে একজন, সাক্ষাৎ দেবতার অংশ, সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন,—আপনি পারবেন না? অধীনের নিবেদন—রাজ্যের দিকে দিকে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে জাতি-কুল-নির্ব্বিচারে, পনের থেকে কুড়ি বছরের যেখানে যত সুন্দরী আছে সকলকে রাজানুগ্রহের ছায়ায় আনা হোক; অন্তঃপুব আবার আনন্দের পুরী হ'য়ে উঠুক।

সম্রাট

ঠিক ঠাউরেচ, মৌংসু, ঠিক ঠাউরেচ। নির্ব্বাচনেব ভার তোমার উপরেই অর্পিত হ'ল; হুকুমনামা আজই লিখে দেওয়া

যাচ্চে। দেখ, পাকা জহুরীর মতন, বেশ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করবে, উপযুক্ত রত্নের সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে তার একখানি প্রতিরূপ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কর্ম্মে গুণপণা দেখাতে পারলে, চাই কি তোমাকে, পুরস্কৃত করবার অবসরও আমাদের দিতে পার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মৌংস্থ

সোনাদানা যেটা হাতে এসে পড়ে
নিজের ঘরেই ভরি,
পাতকের স্রোত বহাই রাজ্যে
আইন আমি না ডরি।

শাস্ত্রে বলেচে 'সঞ্চয়ী নাবসীদতি', টাকা কোনো রকমে একবার হাতে এসে পড়্‌লে আর তারে হাতছাড়া করতে আছে ?—মরে গেলে লোকে নিন্দা করবে ? ইতিহাসে মন্দ বলবে ?—তার ভয় আমি রাখিনে। রাজার হুকুম মত, বাছা বাছা নিরানব্বইটি সুন্দরী, রাজ্য খুঁজে আবিষ্কার করা গেছে। যারই কন্যাকে রাজার জন্যে নির্ব্বাচন ক'রে সম্মানিত করেছি সেই আমাকে সাধ্যমত অর্থ দিয়ে খুশী করেছে। এই সুযোগে যে ধন সমাগম হ'য়েছে—তা' নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু এই পাড়াগেঁয়ে চাষাটার কাছ থেকে কিছুই বা'র করতে পারা গেল না! মেয়ে সুন্দরী!—আরে তাতে কি ? চীন সাম্রাজ্যে ওর জোড়া নেই! বলি, তা' বল্লে তো আর আমার পেট ভর্‌বে না। আমায় এক শ' ভরি সোনা দাও,—সম্রাটের কাছে যেমন ক'বে রূপবর্ণনা করতে হয় তা করচি। গরীব ? দিতে পারবে না ? নিজেই মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ীতে হাজির হবে ? যাও, গিয়ে একবার দেখ। আমিও বিনা মৎলবে পথ

চলিনে। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) আমিও মেয়েটার একখানা ছবি বিকৃত করে সম্রাটের কাছে সদরে পাঠিয়ে দিচ্চি। তুলির দু' একটানে এম্‌নি মূর্ত্তি বদ্‌লে দেব যে ব্যস্‌,—প্রাসাদে গিয়ে ধর্‌ণা দিয়ে পড়ে থাক্‌লেও সম্রাট ওর দিকে ফিরেও চাইবেন না। দেখি চাষার মেয়ে কেমন রাজরাণী হয়। হুঁঃ! যে নিজের কোট বজায় রাখতে না পারে সে আবার মানুষ ?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চীনের রাজপ্রাসাদ—রাত্রি

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন

রয়েছি রাজার প্রাসাদে,—পেয়েছি ঠাঁই,
রাজ দরশন তবু মিলিল না হায়!
সেতারটি বিনা সাথী হেথা কেহ নাই,
এমন রাত্রি একাকী কাটিয়া যায়।

মার মুখে শুনেছিলুম আমার যেদিন জন্ম হয়, সেই দিন মা স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেন জ্যোৎস্না এসে তাঁর বুকে নেমেচে ; খানিক পরেই সে জ্যোৎস্না আর বুকে রইল না, ধূলোর উপর গড়িয়ে পড়্‌ল। আমি গরীবের মেয়ে রাজার প্রাসাদে উঠিচি, হয় তো স্বপ্নের সেই জ্যোৎস্নার মত আবার ঐ ধূলোতেই আমায় নাম্‌তে হ'বে। তার আগে যদি একবার তাঁকে দেখ্‌তে পেতুম। বাবা আমার টাকার মানুষ নন্‌, রাজার লোককে টাকা দিতে

পারেন্ নি, তাই সে কুৎসিত ব'লে আমায় রাজার কাছে বর্ণনা ক'রেচে; আমার ছবিখানা পর্য্যন্ত বিগ্ড়ে দিয়েচে; গোড়াতেই রাজার মন ভাঙিয়ে নিয়েচে। রাজা যখন এদিকে আসেন লোকে আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে যায়, আমায় সরে যেতে বলে। আমার রাজা,—শুধু কুচক্রীর চক্রে পড়ে,—আমার পানে এ পর্য্যন্ত একবার ফিরেও চাইলেন না। আমি কী দুর্ভাগা,—কী দুর্ভাগা! সময় আর কাট্‌তে চায় না। এই নিস্তব্ধ রাত, এই জ্যোৎস্না,—কেউ নেই। ভাগ্যে সেতারটি সঙ্গে এনেছিলুম; এখন এই আমার বন্ধু, এই আমার দোসর।

(সেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

(সম্রাটের সঙ্গে কাপড়ের লণ্ঠন হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

সম্রাট

প্রায় শতাধিক কিশোরীকে প্রাসাদে আনা হ'য়েচে, কিন্তু, কই? তেমনতর সুন্দরী একজনও দেখা গেলনা। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন একজনও নেই। নাঃ, বিরক্ত হ'য়ে গেছি,—সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিরক্ত হ'য়ে যাওয়া গেছে। (নেপথ্যে সেতারের আওয়াজ) ওকি? কোনো নবাগত সুন্দরী সেতার বাজাচ্চেন নাকি?

প্রতীহারী

ঠিকই অনুমান করা হ'য়েচে। আমি এখনি ওঁকে মহারাজের আগমন সংবাদ দিয়ে আস্‌চি।

সম্রাট

উহুঁ, দাঁড়াও; স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহারী, তুমি খোঁজ নিয়ে

এস দেখি উনি আমাদের প্রাসাদের কোন্ মহলে বাস করেন? না:, থাক্, ওকে এইখানেই আস্‌তে বল।

প্রতীহারী

(শব্দের অভিমুখে)

ওগো! কোন্ ঠাকুরাণী সেতার বাজাচ্ছেন? সম্রাট আগত, তাঁকে বিধিপূর্ব্বক অভিবাদন করতে আজ্ঞা হোক্।

("কাউ-তাউ" করিতে করিতে শাওকীনের প্রবেশ।)

সম্রাট

স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহারী! তোমার মলমলের লণ্ঠনটা ভাল জ্বল্‌চে না; একটু এই দিকে নিয়ে এস দেখি!

শাওকীন

দাসী যদি একটু আগে জানতে পারত মহারাজ আস্‌বেন, তবে তার এটুকু বিলম্বও ঘটত না; দাসীর অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সম্রাট

নিখুঁত!—চমৎকার!—অপূর্ব্ব সুন্দরী! এমন সৌন্দর্য্য এতদিন কোন্ অন্ধকারে কেমন করে লুকিয়েছিল?

শাওকীন

দাসীর নাম শাওকীন; চিংতু সহরের কাছে আমাদের বাড়ী। আমার পিতা দরিদ্র, কিছু পৈতৃক জমী আছে, তাই চাষে লাগিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আমি গরীব গৃহস্থের মেয়ে, রাজপ্রাসাদের শিষ্টাচার কিছুই জানিনি।

সম্রাট

আশ্চর্য্য! এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশি এত কাছে রয়েছে

অথচ আমরা টের পাইনি, আমাদের চোখেই পড়েনি?—এতো ভারি আশ্চর্য্য!

শাওকীন

অমাত্য মৌংস্থ আমাকে পছন্দ ক'রে আমার ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন; সেই সঙ্গে তিনি আমার পিতাকে বলেছিলেন "তোমার মেয়েকে রাজরাণী ক'রে দিচ্চি, তাব জন্যে আমাকে একশো ভরি সোনা দিতে হ'বে।" বাবা গরীব মানুষ,—দিতে পারলেন না। অমাত্য সেই জন্যে রাগ ক'বে, সম্রাটের কাছে পাঠাবার জন্যে আমার যে ছবি আঁকিয়ে ছিলেন, সেই ছবিতে, আমার চোখের নীচে একটা বিশ্রী কাটা দাগ এঁকে দিলেন।

সম্রাট

স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহাবী! এঁর ছবিখানি আমার চোখের সাম্‌নে ধর, দেখি।

(প্রতীহারী অনেকগুলি ছবিব ভিতর হইতে বাছিয়া একখানি বাহির কবিল।)

ইস, এমন সুন্দব মূর্ত্তি এম্‌নি ক'বে দাগী কবেছে,—শরৎ শেষের নির্ম্মল ধারা একেবারে ঘোলা ক'রে এঁকেচে! (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ-তোবণের প্রতীহারী! কোতোয়ালকে জানাও যে আমি অমাত্য মৌংস্থর ছিন্ন মুণ্ড দেখতে ইচ্ছা করিচি।

শাওকীন

দেবপুত্র! আমার পিতা গরীব—

সম্রাট

ভবিষ্যতে তাকে কোনো খাজনাই দিতে হ'বে না; আজ থেকে সে রাজার শ্বশুর। শাওকীন্! আজ থেকে তুমি রাণী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হানচীন খাঁ

চীন সম্রাট কন্যাদানে সম্মত হ'লেন না; দূত ফিবে এসেচে; রাজকন্যার বয়স অল্প, হুঃ, ও একটা ছল মাত্র। ইচ্ছা থাক্‌লে সম্রাট্‌ অন্ততঃ তাঁর নির্ব্বাচিত সুন্দরীদের ভিতর থেকে একজন কাউকে পাঠাতে পারতেন। তা' পাঠালেও আমাদের সম্মানের হানি হ'ত না। না, লোক পাঠিয়ে দূতকে ফিরিয়ে আনা যাক্‌; যুদ্ধই করতে হল দেখ্‌চি। এতদিনকাব সন্ধিটা ভঙ্গ করতেও মন উঠ্‌চে না। ব্যাপার কোন্‌ দিকে গড়ায় দেখা যাক্‌; হাল্‌টা ভাল ক'রে বুঝেই চাল্‌টা চাল্‌তে হ'বে।

(প্রস্থান)

(মৌংসুর প্রবেশ)

মৌংসু

সম্রাটের জন্যে সুন্দরী বাছ্‌তে গিয়ে বেশ গুছিয়ে নেওয়া গিইছিল; প্রাণের দায়ে সব ফেলে আস্‌তে হ'ল। ভাগ্যিস্‌ টাকা জমাতে শিখেছিলুম, টাকার জোরেই রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেচি, কিন্তু এ মাথা এখন রাখি কোথায়?—শাওকীন্‌টা সব ফাঁস ক'রে দিয়েচে, সব মাটি, সব মাটি। আচ্ছা, শাওকীন, দেখা যাবে, শেষে কে হারে আর কে জেতে।—ওঃ কি হাঁটাই হেঁটেচি, কতদূর যে এসে পড়িচি

তাও ঠিক বুঝতে পারচিনে। এই যে—মেলাই ঘোড়া, মেলাই লোক! তাতারদের তাঁবু নাকি? হুঁ, তাই বটে।

(পরিক্রমণপূর্ব্বক নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

ওহে ঘাঁটিদার! তোমাদের সর্দ্দার হান্‌চীন্ খাকে বল, যে চীন সম্রাটের একজন অমাত্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

(হান্‌চীন খাঁর প্রবেশ)

হান্‌চীন

এই দিকে এস; তুমি কে?

মৌংসু

আমি চীন সম্রাটের একজন অমাত্য, আমার নাম মৌংসু। দেখুন, সম্রাটের পশ্চিম প্রাসাদে সম্প্রতি একজন পরমা সুন্দরী কিশোরীকে এনে রাখা হ'য়েচে, তার নাম শাওকীন্। আপনার দূত যখন আমাদের সম্রাটের কাছে আপনার ন্যায্য প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং সম্রাট রাজকুমারার বয়সের অল্পতার অছিলায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আমি এই শাওকীনকে আপনার কাছে পাঠাবার কথা সম্রাটকে বলেছিলুম। কিন্তু সম্রাট রাজী হ'লেন না, দেখলুম ওদিকটাতে তাঁর নিজের একটু দরদ জন্মেচে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বলেছিলুম, বলেছিলুম যে তুচ্ছ একজন স্ত্রীলোকের জন্যে, অশান্তি আনবেন না, তাতার সর্দ্দারকে চটাবেন না, যুদ্ধ বাধাবেন না। তাতে তিনি উল্‌টে ভয়ানক রেগে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি তো পালিয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে এসেচি; আসবার সময় তাড়াতাড়িতে নজর দেবার মত কিছুই আন্‌তে পারিনি, কেবল

শাওকীনের এই ছবিখানি আপনার জন্যে, জামার ভিতরে লুকিয়ে অতি সাবধানে নিয়ে এসেচি। (চিত্র প্রদর্শন)

হান্‌চীন

চমৎকার—চমৎকার! এমন রূপ মানুষেব হয়? এমন রূপসী পৃথিবীতে জন্মায়? একে পেলে আমি রাজকন্যাকেও চাইনি। এখনি পত্র লিখে দূত পাঠাচ্চি। আপনার সম্রাট রাজী হন ভাল; নইলে বাধ্য হ'য়ে আমায় সন্ধি ভঙ্গ করতে হ'বে। রসদ ফুরিয়ে এসেচে,—আসুক, আমার সৈন্যেরা শীকারলব্ধ মাংসের উপর নির্ভর করে অভিযান করতে পারবে। তারপর একবার সীমান্তটা পার হ'য়ে লোকালয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলে রসদ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত হ'বে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাটের প্রাসাদ

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন

যতদিন দুর্ভাগা ছিলুম ততদিন সবাই দয়ার চক্ষে দেখত। সম্রাটের সুনজরে পড়ে পর্য্যন্ত সকলেই মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত। সম্রাট আমায় ভালবাসেন, আমায় কাছে কাছে রাখেন, অন্তঃপুরের বাইরে যেতে চান্‌ না, রাজকার্য্য দেখেন না,—সে কি আমার দোষ! আমি কি বারণ করি। দেখ দেখি আজ তো আমিই উদ্যোগ ক'রে, মিনতি ক'রে রাজসভায় পাঠিয়ে দিলুম, নইলে কি যেতেন? কিন্তু পাঠালে কি হয়, হয় তো

এখনি ফিরবেন। (আর্শীর সম্মুখে আসিয়া আপনাকে দেখিতে দেখিতে) না প্রায় ঠিকই আছে। (বেশ বিন্যাসে প্রবৃত্ত)

(সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট

পশ্চিম প্রাসাদে শাওকীনকে দেখে অবধি যেন মাতাল হ'য়ে থাকা গেছে, দিনগুলো সব খেয়ালের ঝোঁকে কেটে যাচ্চে। কতদিন যে দরবারে যাওয়া হয় নি তা মনেই নেই। আজ, তার উপব, দরবারের শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাক্‌তে গিয়ে একেবারে বিরক্ত হ'য়ে যাও গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না, দেরী সইল না; সভার পোষাকেই একবার ওকে দেখে যাওয়া যাক। ঐ যে; কাছে যাওয়া হ'বে না, এইখান থেকে লুকিয়ে দেখা যাক।

(ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শাওকীনের পিছনে আসিয়া)

(স্বগত) বাঃ! গোল অর্শীখানির ভিতরে প্রতিবিম্ব পড়েচে, মনে হ'চ্চে যেন চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করচে। (স্তব্ধ ভাবে নিরীক্ষণ)

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান

মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রণা দেওয়া
ফেলে রেখে পাশা দাবা,
মন্ত্রীর কাজ দরবারে বসি'
দেশের ভাবনা ভাবা।

এখন এদের আনাগোনা হায়
কেবলি প্রমোদ বনে,
রাজ্য ও রাজা—কাহারো কথাই
পড়ে নাক' আর মনে।

এদিকে হঠাৎ হান্‌চীন খাঁর দূত এসে হাজির! হান্‌চীন খাঁ রাজকুমারীর বদলে শাওকীন দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চায়; সহজে সুবিধা না হ'লে যুদ্ধ করবে। কাজেই বাধ্য হ'য়ে এক রকম মহারাজের পিছনে পিছনেই, আমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হ'ল। (সম্রাটকে দেখিয়া) মহারাজের কাছে নিবেদন এই যে, উত্তরবাসী বিদেশীদের সর্দ্দার হান্‌চীন খাঁ, পলায়মান মোংসুর কাছে শাওকীন দেবীর চিত্র দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব ক'রে মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। মহারাজ যদি শাওকীন দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে সম্মত না হন তো তিনি যুদ্ধ করবেন—চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন, লিখেচেন।

সম্রাট

চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন?—লিখেচেন? বটে! সৈন্য সামন্ত রয়েচে কি জন্যে? তারা রক্ষা করবে না? সবাই তাতারের ভয়ে আড়ষ্ট? কারো ক্ষমতা নেই? কেউ এই অসভ্য বর্ব্বরগুলোকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারবে না! এই অপমান দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? রাজপত্নীর লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করবে? আশ্রিত স্ত্রীলোককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে কাপুরুষের মত বেঁচে থাকবে?

প্রধান

মহারাজ মার্জ্জনা করবেন, অধীনকে রাজকার্য্যের অনুরোধে বাধ্য হ'য়ে বাচালতা অবলম্বন করতে হচ্চে। মহারাজের এই অতি প্রেমের কাহিনী দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েচে; সবাই জান্‌তে পেরেচে আপনি অঙ্কলক্ষ্মীর প্রেমে রাজলক্ষ্মীকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেচেন। আপনি রাজকার্য্য দেখেন না বলে রাজপুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেচে, রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা। কাজেই বিদেশী বর্ব্বরেরা সাহস পেয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করচে। এখন, এ অবস্থায়, শাওকীন দেবীর মায়া ত্যাগ করা ভিন্ন আর কী উপায় আছে? আমাদের সৈন্য সুশিক্ষিত নয়, উপযুক্ত সেনাপতির অভাবও অনেক দিন মহারাজকে জানিয়েচি। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাতারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হ'লে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর, তার উপরে, তাতারেরা একবার লুটপাট আরম্ভ করলে দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। অন্তত প্রজাদের মুখ চেয়েও শাওকীন দেবীকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী

তাতার দূত রাজদর্শনের জন্যে বাইরে প্রতীক্ষা করচে।

সম্রাট

আস্‌তে আদেশ কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত

তাতার সর্দ্দার হান্‌চীর খাঁ মাননীয় চীনসম্রাটকে এই কথাগুলি

জ্ঞাপন করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েচেন। প্রথম কথা, এই যে, চীনসম্রাট তাতারদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ; সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, তাতার সর্দ্দার চীন রাজবংশের কোনো সুন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হ'য়ে চীনসম্রাটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালে, সম্রাট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে তাতার সর্দ্দারের পক্ষ থেকে দু'বার দু'জন দূত এসে নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছে; চীন-সম্রাট কন্যাদানে সম্মত হননি। এই ঘটনার পর চীনসম্রাটের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য মৌংস্থ তাতার সর্দ্দার হান্‌চীন খাঁকে শাওকীন নাম্নী রাজান্তঃপুরবাসিনী কোনো সুন্দরী মহিলার একখানি আলেখ্য দেখিয়েচেন। তৃতীয় কথা এই যে, তাতার সর্দ্দার এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে তৃতীয়বার দরবারে দূত পাঠিয়েচেন। এখন সম্রাট যদি প্রাচীন সদ্ভাব রক্ষা করতে চান্ তবে শাওকীন দেবীকে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। সম্রাট যদি এ প্রস্তাবের সম্মত না থাকেন তবে হান্‌চীন্ খাঁ, তাঁর সঙ্গত দাবী বজায় করবার জন্যে চীনরাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হ'বেন। ভাগ্য নির্ণয় অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'বে। মহারাজ ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা ক'রে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে আমরা বাধিত হ'ব।

সম্রাট

দূতকে এখন বিশ্রাম গৃহে নিয়ে যাওয়া হোক্।

(দূতের প্রস্থান)

অমাত্য প্রধান। সেনাপতিকে খবর দিন, সান্ধিবিগ্রহিককে খবর দিন; সবাই একত্র হ'য়ে, পরামর্শ ক'রে এমন একটা পন্থা

স্থির ক'রে ফেলা হোক,—যাতে তাতার সৈন্যের তর্জ্জনও নিরস্ত হয়, শাওকীন দেবীকেও না বর্ব্বরের হাতে সঁপে দিতে হয়। —ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন।—হ'ল না? পারলেন না?— আমি সহজেই লোকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে এসেচি, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারো প্রতি কখনো কঠোর ব্যাভার করিনি, —তার ফলে সকলেই কি আমার ইচ্ছার বিরোধী হ'য়ে উঠ্‌ল?—যখন আমাব পিতামহী সম্রাজ্ঞী লুহাও বেঁচেছিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারে এমন দুঃসাহসী একজনও ছিল না; তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন।—ভবিষ্যতে দেখ্‌ছি সাম্রাজ্যের ভার এতগুলো পুরুষ মানুষের হাতে না রেখে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের হাতে রাখলেই স৺স্ত সুশৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌বে।

শাওকীন

মহারাজের স্নেহেব প্রতিদান নেই; তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান —তাও নেই। তবে তাঁর জঙ্গলেব জন্যে, তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্যে দাসী মৃত্যুমুখে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু—এই অনুরাগ—এ আমি কেমন ক'রে ভুল্‌ব!

রাজা। তোমায় কি বল্‌ব? আমিই যে ভুল্‌তে পারব তা জোর ক'রে বল্‌তে পারিনে।

প্রধান

মহারাজ! অধীনের নিবেদন, পৈতৃক রাজ্য যাতে পরহস্তে না গিয়ে, পুত্র পৌত্রের ভোগে আসে সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। দেবীকে অবিলম্বে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করাই সুযুক্তি।

সম্রাট

তবে তাই হোক। দূতের হাতে সঁপে দাও।—আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাব,—শাওকীনকে একদিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আসব; -পাহ্লিং সেতুর এ পারে শেষ বিদায় নিয়ে ফিরব।

প্রধান

সর্ব্বনাশ! এতে যে সম্রাটের মর্য্যাদার হানি হ'বে; এমন কি, এর জন্যে এই বর্ব্বর তাতারগুলো পর্য্যন্ত টিটকারী দিয়ে হাস্‌বে।

সম্রাট

হাসুক্। আমরা আমাদের অমাত্যের সকল অনুরোধই আজ রেখেচি, অমাত্য কি আমাদের এই অনুরোধটাও রাখ্‌বেন না? —যে যাই বলুক, আমরা শাওকীনকে একটা দিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আস্‌ব—বিদায় নিয়ে আস্‌ব। তার পর শূন্য প্রাসাদে ফিরে আমরণ বিশ্বাসঘাতক মৌংসুর ব্যাভার স্মরণ করতে থাকব।

প্রধান

আমাদের মজ্জাগত এই অক্ষমতার জন্যে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, কেবল লোকক্ষয় ধনক্ষয় নিবারণ করবার জন্যে, মহারাজকে আশ্রিতবর্জ্জনের মন্ত্রণা দিতে হ'ল। উপায় নেই,—তার উপর এই স্ত্রীজাতির জন্যে—বিশেষতঃ রূপবতী রমণীর জন্যে জগতে এ পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য ধ্বংস হয়েচে, অনেক জাতি উৎসন্ন গেছে।—সাহস হয় না— স্ত্রীলোকের জন্যে লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস হয় না।

শাওকীন

রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে বর্ব্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেচি। যুদ্ধ বাধ্‌লে কত লোকের সর্ব্বনাশ হ'ত, কত নারী

পতিপুত্র হারাত, সে সর্ব্বনাশের পথ আমি বন্ধ করতে যাচ্চি।—তারা কি আমায় মনে করবে?—তারা কি আমায় আশীর্ব্বাদ করবে?—হয়তো করবে; তবু মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্চে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাহ্লিং সেতু

(শাওকীন, দূত ও অনুচরগণ)

শাওকীন

(স্বগতঃ) ওঃ! এই আমি,—মহারাজের কাছে মান পেয়েছিলুম, মর্য্যাদা পেয়েছিলুম, অনুগ্রহ পেয়েছিলুম, স্নেহ পেয়েছিলুম।—তাতাব সর্দ্দার লিখেচে, আমায় না পাঠালে রাজ্য ছারখার করবে; কি সর্ব্বনাশের কথা! একজনের জন্যে রাজ্যের লোককে খুনজখম করবে!—এই সব বর্ব্বর—এদের কাছে আমায় যেতে হ'বে—এদের সঙ্গে থাকৃতে হবে,—এদের খুসী করতে হ'বে! শুনেছি, এরা যে দেশের লোক সে দেশ ভারি ঠাণ্ডা, বরফ পড়ে; কেমন ক'রে সে দেশে থাকব! ভগবান! যাকে রূপ দিয়েছ তার কপালে সুখশান্তি লিখ্‌তে একেবারে ভুলে গেছ!—কি করব?—নিরুপায়, নিরুপায়।

(সম্রাট ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সম্রাট

বিদায় নেবার সময় এসেচে—এই আমাদের শেষ দেখা। (অমাত্যদের প্রতি) পারলে না? শাওকীনকে বর্ব্বরের হাত

থেকে বাঁচাতে পারলে না? পত্নীবর্জ্জন ভিন্ন রাজ্যরক্ষার কোনো উপায় ভেবে পেলে না?— অকর্ম্মণ্য।

(ঘোড়া হইতে নামিয়া শাওকীনের হস্তধারণপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন ও নাট্যের দ্বারা পরস্পরের দুঃখ-প্রকাশ)

দূত

দেবি! একটু ত্বরান্বিত হ'তে আজ্ঞা হোক; আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এল, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই।

শাওকীন

প্রভু! আর কবে আপনাকে দেখ্‌তে পাব! কেমন ক'রে দেখ্‌তে পাব!—আজ যে রাজার রাণী কাল সে বর্ব্বরের বাঁদী হবে। প্রাসাদের বেশ এইখেনেই ছেড়ে যেতে চাই, এই উজ্জ্বল সাজ চামড়ার তাঁবুতে একটুও মানাবে না।

দূত

দেবী, আবাব আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল—একটু ত্ববান্বিত হ'ন অত্যন্ত দেরী হ'য়ে যাচ্চে।

সম্রাট

না, আর দেরী কিসের? শাওকীন! অনেক দূরে চলে যাচ্চ, কিন্তু দেখ, আমাদের অনুরাগের এই পেলব স্মৃতি রোষের আগুনে যেন নীরস হ'য়ে না উঠে, অভিমানের স্পর্শে যেন মলিন হয়ে না যায়। আমার অক্ষমতা স্মরণ ক'রে ক্ষমা কোরো,—মনে রেখো।

(শাওকীন ও দূতের প্রস্থান)

আমায় লোকে বলে সম্রাট! চীনরাজ্যের ভাগ্য বিধাতা!

প্রধান

মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্!

সম্রাট

চলে গেল—ভাসিয়ে দিতে হ'ল। এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীর, এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ শ্রেণী, এই সহস্র সৈন্য সামন্ত—সব মিথ্যা! তাতারের নামে কম্পমান! এতগুলো পুরুষের বুদ্ধিবল এবং বাহুবলে রাজ্য রক্ষা হ'ল না, একটা আশ্রিত স্ত্রীলোককে বলি দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হ'ল! বীরপুরুষেরা কাপুরুষের মত বেঁচে রইলেন!

প্রধান

মহারাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করতে আজ্ঞা হোক্। আপনি বিজ্ঞ, গতানুশোচনা যে নিস্ফল সে কথা আপনার অজানা নেই। শাওকীন দেবীর কথা এখন বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়।

সম্রাট

হৃদয় যদি লোহার হ'ত তাহ'লে বিস্মৃত হওয়া যেত, অমাত্য প্রধান, তাহ'লে ভোলা যেত। অজস্র চোখের জল—মুছে শেষ করতে পারচিনে।—আজ, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, তার পরিত্যক্ত ঘরখানিতে, হাজার রৌপ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে, তার ছবিখানিকে সামনে রেখে তার কল্যাণে সারারাত আমি দেবার্চ্চনা করব।

প্রধান

এখন তবে প্রাসাদে ফিরে চলুন, দেবী এতক্ষণ বহুদূর চলে গেছেন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাতার শিবির

(হান্‌চীন খাঁ, শাওকীন ও তাতারগণ)

হান্‌চীন

চীনসম্রাট সর্ত্তমত সুন্দরী শাওকীন দেবীকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। এঁকে আমি দেশে ফিরেই, সসম্মানে পত্নীত্বে বরণ করব। যাক্, দুই দেশের প্রজাই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পেলে। (একজন তাতারের প্রতি) ওহে ছোকরা, সকলকে তাঁবু ওঠাবার হুকুম জানিয়ে দাও, আজই উত্তরে ফির্‌তে হ'বে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আমুর নদীর উপর নৌকা

(হান্‌চীন খাঁ ও শাওকীন)

শাওকীন

এ কোন্ জায়গা ?

হান্‌চীন

এই হ'ল দুই রাজ্যের সীমানা ; এই যে নদী, একে আমরা বলি কালনাগিনী। এর একূল চীনসম্রাটের অধীন, ওকূল তাতার সর্দ্দারের আয়ত্ত।

শাওকীন

তাতার সর্দ্দার! এই খানে, আমি আমার দক্ষিণের আত্মীয়দের উদ্দেশে এক অঞ্জলি ফুল ভাসিয়ে দিতে চাই। (ধারে গিয়া) আমার দেবতা, মধুর-উদার-প্রকৃতি চীনসম্রাট! তোমার উদ্দেশে এ জীবনে আমার এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি। (নদীতে পতন) পরলোকে তোমারি প্রতীক্ষা—(জলে অদৃশ্য হইয়া গেল)

হান্‌চীন

(ধরিতে না পারিয়া) গেল—গেল ঘূর্ণিজলে পড়তে না পড়তে একেবারে তলিয়ে চলে গেল! প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল—বিদেশী তাতারকে বিবাহ করবে না। আর উপায় নেই। নৌকা ভিড়াও, এই নদীর তীরে শাওকীনের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে; তার আগে দেশে ফিরব না। মন্দিরের নাম হবে সবুজ সমাধি। আর সে নেই; চীনসম্রাটকে অকারণে উৎপীড়ন করা হল। কুচক্রী, হতভাগা মোংসুই এই অনর্থের মূল্য। (একজন তাতারের প্রতি) দেখ, মোংসুকে এখনি বন্দী করে চীনসম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দাও, সেইখানেই ওর উচিত শাস্তি হ'বে। ওকে এক-দণ্ডও আর আমাদের মধ্যে রাখা হ'বে না। মোংসুর মত কুটিল লোককে যে আশ্রয় দেবে তার বিপদ পদে পদে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পশ্চিম প্রাসাদ

(চীনসম্রাট ও প্রতিহারী)

সম্রাট

শাওকীনকে পরেব হাতে তুলে দিয়ে পর্য্যন্ত আর দরবারে মুখ দেখাইনি। রাত্রির নিস্তব্ধতাও ভাল লাগে না, মন যেন আরো হতাশ হ'য়ে পড়ে। সান্ত্বনার মধ্যে তাব এই ছবিখানি, এইখানিকে সাম্‌নে রেখে, এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়। (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী দেখ, দেখ, এদিকের ধূপটা একেবারে নিবে গেছে, আর একটা জ্বেলে দাও দেখি। সে চোখের আড়াল হ'য়ে চলে গেছে, তাই বলে তাকে প্রাণেব আড়াল করতে পারব না; তার এই ছায়াখানিই এখন আমার জীবনের অবলম্বন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়চে, অথচ ঘুম আসে না। দেখি একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

(শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ—স্বপ্নে শাওকীনের আবির্ভাব)

শাওকীন

বর্ব্বর তাতারেরা আমায় উত্তর দেশে নিয়ে যেতে চায়; আমি তাদের তাঁবু থেকে লুকিয়ে চ'লে এসেচি। এই না মহারাজ? রাজা আমার! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসিচি।

(স্বপ্নে একজন তাতার সিপাহীর আবির্ভাব)

সৈনিক

একটু তন্দ্রা এসেছে কি অম্‌নি পালিয়েচে! স্ত্রীলোকেব এত সাহস? আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে তার পিছন পিছন ছুট্‌! ছুট্‌তে ছুট্‌তে একেবারে পশ্চিম প্রাসাদের দরজায় এসে পড়েচি—এই না সে? হুঁ, খুব পালানো হয়েচে যে! এখন চল।

(শাওকীনকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তর্ধান)

সম্রাট

(জাগিয়া) যা, অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দিনের বেলায় জেগে থাক্‌তে, যাকে এত ডেকেও সাড়া পাইনি, স্বপ্নের কৃপায় তাকে পেয়েছিলুম, রাখতে পারলুম না,—স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ওই!—বিরহী চক্রবাক্‌ চীৎকার করচে; আমার এই বেদনার মর্ম্ম শুধু ওই বনের পাখীই বুঝতে পেরেচে।—চক্রবাকের মতন দুর্ভাগা আর কারো নেই;—উত্তরে ওর তাতার সিপাহীর তীরের ভয়, দক্ষিণে ফন্দিবাজদের জালে পড়বার ভয়। নাঃ, আবার ডাকতে সুরু করলে, এই পাখীগুলোর জ্বালায় মনটা আরো খারাপ হয়ে উঠল।

প্রতীহারী

মহারাজ, আপনি দেবতুল্য, আপনি শোকে মলিন হ'য়ে থাকেন এ আমাদের সহ্য হয় না।

সম্রাট

এ শোক দমন করবার ক্ষমতা—আমার নেই। আমাকে তোমরা সবাই মিলে কেন এই এক কথা বারম্বার বল? তোমরা কি শোক দুঃখের মর্ম্ম জান না?—ওই যে পাখীর আওয়াজ

এখনি শুন্‌লে ওতো মুকুলভোজীর আনন্দ কলরব নয়।—শাওকীন আমার গৃহ শূন্য ক'রে চলে গেছে।—হয় তো ঠিক এই মুহূর্ত্তে বুনোপাখীর হাহাকার শুনে আমারি মত সে আকুল হ'য়ে উঠেচে। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! বল্‌তে পার—সে এখন কোথায়? বল্‌তে পার? জান?

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান

মহারাজ, এইমাত্র তাতার সর্দ্দারের দু'জন লোক মহারাজের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য মৌংসুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে এনে হাজির করেচে। তাতার সর্দ্দার লিখেচেন,—এই বিশ্বাসঘাতকই সকল অনর্থের মূল; এ আপনার আজ্ঞা অমান্য ক'রে পালিয়েছিল, সেইজন্যে আপনার হাতেই একে প্রত্যর্পণ করা হ'য়েচে। নইলে, সর্দ্দারই একে সমুচিত শাস্তি দিতেন। তাতার সর্দ্দার চীনসম্রাটের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে ইচ্ছুক, সম্রাটের অভিপ্রায় জানবার জন্যে দূত অপেক্ষা করচে। সর্দ্দার এই চিঠিতে আর একটা সংবাদ দিয়েছেন —শাওকীন দেবী আর ইহলোকে নেই।

সম্রাট

(অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাও, সকল অনর্থের মূল বিশ্বাস-ঘাতক মৌংসুর মুণ্ড ছিন্ন ক'রে অভাগিনী শাওকীন দেবীর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্ত্যর্থে দান করগে।—আর, তাতার দূতের সম্মানার্থে সমারোহপূর্ব্বক প্রাসাদে ভোজের আয়োজন করতে ভুল না, যাও।

(অমাত্যের প্রস্থান)

চক্রবাকের ক্রন্দন শুনি' কানে,
কত না স্বপন জেগে উঠেছিল প্রাণে!

সারারাত শুধু ভেবেছি তাহারি কথা,
সে যে বেঁচে নাই জানি নাই সে বারতা।
সবুজ সমাধি* আছে শুধু নদী তীরে,
সিক্ত তাহার চীনের অশ্রুনীরে।
যে পটুয়া তার সুন্দর ছবি ক'রেছিল হায়, মাটি,
ছবির মূল্য দিবে সেই বটু নিজের মুণ্ড কাটি'।

যবনিকা

---

* আমুর নদীর বালুকাময় তটের কেবল একটি মাত্র অংশ শষ্প-সমাচ্ছন্ন, এই অংশটিকে লোকে এখনও শাওকীন রাণীর সবুজ সমাধি বলে।

দৃষ্টিহারা

পাত্র ও পাত্রী

মোহান্ত মহারাজ

তিনজন জন্মান্ধ

অন্ধ স্থবির

পঞ্চম অন্ধ

ষষ্ঠ অন্ধ

তিনজন জপ-পরায়ণা অন্ধ স্ত্রীলোক

অন্ধ স্থবিরা

অন্ধ তরুণী

উন্মাদগ্রস্ত অন্ধ স্ত্রীলোক

দৃষ্টিহারা

প্রথম দৃশ্য

[ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-প্রচুর ঐশ্বর্য্য গম্ভীর আকাশ; নিম্নে অনাদি-কালের অরণ্য। বনের মধ্যে একজন স্থবির মোহান্ত উপবিষ্ট। মোহান্তের দেহ মৃতবৎ নিশ্চল; অন্তঃসারশূন্য অতি প্রকাণ্ড এবং অতি প্রাচীন এক বটবৃক্ষের গায়ে মোহান্তের মাথাটি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আনীল ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিযুক্ত; মুখখানি এমনি পাংশুবর্ণ যে দেখিলে ভয় হয়। চক্ষু নিস্পন্দ, দৃষ্টি অর্থহীন; সে দৃষ্টি যেন অনন্ত সত্তাব পরিদৃশ্যমান অংশে আর আবদ্ধ নাই; চক্ষে অসীম দুঃখের এবং অপ্রমেয় অশ্রুবর্ষণের রক্তচ্ছটা। সম্ভ্রমমণ্ডিত শুভ্র কেশগুলি সংলিপ্তভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে তাঁহার শ্রান্ত ললাটের উপব আসিয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণ হাত দুইখানি ক্রোড়দেশে অঞ্জলিবদ্ধ। মোহান্তের দক্ষিণে, স্খলিত শিলায়, জীর্ণ পল্লবের স্তূপে, এবং হ্রস্ব-স্থূল-ক্ষয়গ্রস্ত বৃক্ষমূলে ছয়জন অন্ধ আসীন। বামে ছয়জন স্ত্রীলোক, ইহারাও অন্ধ। উভয় দলের মধ্যে একটা সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কয়েকখণ্ড গুরুভার প্রস্তর।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনজন ক্রন্দনস্বরে অবিশ্রাম স্তোত্রপাঠ করিতেছে; একজন অতিবৃদ্ধা; একজন উন্মাদগ্রস্ত এবং চিরমৌন, তাহার কোলে একটি শিশু নিদ্রিত। একজন অপূর্ব্ব সুন্দরী, ইহার কেশরাশি বন্যার মত সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। অনেকেই হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। অরণ্যভূমির অবিশ্রাম নানা বিচিত্র অস্ফুট শব্দের মাঝখানে থাকিয়াও ইহারা আর বিহ্বল হইয়া উঠে না। গগনস্পর্শী বনস্পতিদের ভূতলস্পর্শী পল্লব-ভূয়িষ্ঠ শ্যামায়মান শাখাগুলি অনাথ অন্ধদিগকে ছায়াদান করিতেছে। মোহান্তের অদূরে কয়েকটি মুমূর্ষু রজনীগন্ধার শীর্ণ মুকুল স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। বন পল্লবের ঘনঘটা স্থানে স্থানে জ্যোৎস্নাবিদ্ধ হইলেও অন্ধপুরী অসাধারণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।]

প্রথম অন্ধ

কই? এখনো এলেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ

তুমি আমার ঘুমটা মাটি করে দিলে!

প্রথম অন্ধ

আমিও এতক্ষণ ঘুমিয়েই ছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ

আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম।

প্রথম অন্ধ

এখনো আস্‌ছেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ

কই? কোনো দিকে তো কারো পায়ের শব্দ পাইনি।

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের আশ্রমে ফিরবারও বোধ হয় সময় হ'য়ে এল।

প্রথম অন্ধ

আমরা যে কোথায় রইছি,—সেইটে একবার জানতে পারলে হয়।

দ্বিতীয় অন্ধ

উনি যাওয়ার পর থেকে, সব যেন ঠাণ্ডায় কালিয়ে উঠেছে।

প্রথম অন্ধ

আমি জানতে চাই আমরা কোথায়।

অন্ধ স্থবির

তোমরা কেউ বলতে পার?—আমরা এ কোথায় এলাম?

অন্ধ স্থবিরা

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটা হ'য়েছে; আশ্রম থেকে বোধ হচ্ছে ঢের দূরে এসে পড়িছি।

প্রথম অন্ধ

আ-আ!.........মেয়েরা আমাদের সামনে নাকি?

অন্ধ স্থবিরা

হাঁ; আমরা তোমাদের সমুখটিতেই বসে আছি।

প্রথম অন্ধ

দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে যাই; (উঠিয়া হাঁৎড়াইতে লাগিল) তুমি কোনখানে? কথা কও! তবে তো আন্দাজ পাব।

অন্ধ স্থবিরা

এই যে, আমরা পাথরের উপর বসিছি।

প্রথম অন্ধ

(অগ্রসর হইতে গিয়া হোঁচট লাগিয়া) আঃ! আমাদের মাঝখানে কি একটা রয়েছে—

দ্বিতীয় অন্ধ

যেখানটাতে থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল।

তৃতীয় অন্ধ

তোমরা কোন্ দিকে বসেছ? আমাদের কাছে আস্‌বে?

অন্ধ স্থবিরা

আমাদের উঠ্‌তে ভয় হয়।

তৃতীয় অন্ধ

কেন আমাদের এমন তফাৎ করে রেখে গেলেন?

প্রথম অন্ধ

মেয়েদের দিক থেকে ঠাকুরের নাম শুন্‌তে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অন্ধ

হাঁ, তিন বুড়ীতে মিলে নাম জপ কচ্ছে।

প্রথম অন্ধ

এ তোমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় নয়।

দ্বিতীয় অন্ধ

তোমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে নাম জপ কর্ল্লেই পার।

(বৃদ্ধারা প্রার্থনা করিতে লাগিল)

তৃতীয় অন্ধ

হ্যাঁগা! আমি কার পাশে বসেছি? অ্যাঁ?

দ্বিতীয় অন্ধ

বোধ হ'চ্ছে আমিই তোমার পাশে।

(দুইজনে হাঁৎড়াইতে লাগিল)

তৃতীয় অন্ধ

কই! পরস্পরকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর্ত্তে পারা যাচ্ছে না!

প্রথম অন্ধ

তবু বেশী তফাতে নেই !

(ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পঞ্চম অন্ধের গায়ে লাঠি
লাগায় সে মৃদু আর্ত্তনাদ করিল)

যে লোকটা কানে শুন্‌তে পায় না সেই আমার পাশে বসেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি সকল শুনিনে। এই তো আমরা ছজন ছিলাম।

প্রথম অন্ধ

আমি যেন একটু একটু বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, মেয়েদের জিজ্ঞেসা করা যাক্.........ব্যাপারখানা বুঝতে হ'বে তো। বুড়ীদের বিড়্ বিড়্ এখনো শুনতে পাচ্ছি। ওরা তিনজনে এক জায়গায় বসেছে বুঝি।

অন্ধ স্থবিরা

এই যে আমার পাশে.........একখানা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে আছে।

প্রথম অন্ধ

আমি ঝরা পাতার উপর বসে আছি.........

তৃতীয় অন্ধ

আর সেই অল্পবয়সী মেয়েটি ?.........সে কোথায় ?

অন্ধ স্থবিরা

সে ?.........ঐ যারা ঠাকুরদের নাম কচ্ছে´ তাদের পাশে।

দ্বিতীয় অন্ধ

পাগ্‌লী আর তার ছেলে ? তারা কোথায় ?

অন্ধ তরুণী

বাছা ঘুমিয়েছে, তায়ে জাগিয়ো না।

প্রথম অন্ধ

উঃ! তুমি আমাদের কাছে থেকে কত দূরে গিয়ে বসেছ! আমি ভেবেছিলাম আমার সাম্‌নে আছ।

তৃতীয় অন্ধ

যা' জানা দরকার, তা' অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। দেখ, মোহান্ত ঠাকুর যতক্ষণ না ফেরেন, সকলে মিলে, ততক্ষণ গল্পস্বল্প করা যাক্।

অন্ধ স্থবিরা

তিনি আমাদের স্তব্ধ হ'য়ে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর্ত্তে বলে গেছেন।

তৃতীয় অন্ধ

আমরা তো আর ঠাকুরবাড়ীতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন্‌তে আসিনি.........

অন্ধ স্থবিরা

কি কর্ত্তে যে আমরা এসিছি তা' তুমিও জান না।

তৃতীয় অন্ধ

চুপ্ করে থাক্‌লে আমার কেমন ভয় বোধ হয়।

দ্বিতীয় অন্ধ

বলি, বল্‌তে পার?.........ঠাকুর কোথায় গেলেন?

তৃতীয় অন্ধ

আমার মনে হচ্ছে, তিনি অনেকক্ষণ আমাদের একা ফেলে রেখেছেন।

প্রথম অন্ধ

ক্রমেই অপটু হ'য়ে পড়ছেন। বোধ হয়, কিছু দিন থেকে তিনি নিজেও আর চোখে তেমন দেখ্‌তে পান না। সে কথা তিনি নিজে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার কর্বেন না;......... পাছে আর কেউ এসে তাঁর স্থান অধিকার করে বসে............ এই ভয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস.........তিনি আর চোখে তেমন দেখ্‌তে পান্‌ না। আমাদের চালিয়ে বেড়াবার জন্যে নূতন কাউকে পেলে ভাল হয়; উনি আমাদের কথা এখন কানেই তোলেন না;............সংখ্যাতেও আমরা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছি, ...তিনি আর পেরে ওঠেন না। আমাদের আশ্রমের এতগুলো লোকের মধ্যে, কেবল ওঁর আর ঐ তিনজন ভৈরবীর এখনো একটু দৃষ্টিশক্তি আছে; এ দিকে এঁরা ক'জনেই আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।.........নিশ্চয় বৃদ্ধ আমাদের ভুল পথে এনে এখন আবার পথ খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন। এমন অসহায় অবস্থায় আমাদের ফেলে চলে যাওয়ার তাঁর কোনো অধিকার নেই।

অন্ধ স্থবির

তিনি বহুদূর চলে গেছেন; যাবার বেলা মেয়েদের বোধ হয় ঐ রকমই তিনি বলে গেলেন.........

প্রথম অন্ধ

বটে। তিনি বুঝি আজকাল শুধু মেয়েদের সঙ্গেই কথা কন? কেন? আমরা বুঝি কেউ নই? শেষকালে, অনুযোগ না করে আর চল্‌বে না, দেখছি।

অন্ধ স্থবির

কার কাছে অনুযোগ কর্ব্বে ?

প্রথম অন্ধ

তাই ত ! তা' তো বল্‌তে পারিনে ; আচ্ছা দেখা যাবে…… …দেখা যাবে ;………ইনি গেলেন কোথায় ? আমি মেয়েদের জিজ্ঞেসা করছি।

অন্ধ স্থবিরা

সারাজীবন ঘুরে ঘুরে তিনি শ্রান্ত হ'য়েছেন। আমার মনে হয়, যেন, তিনি আমাদের মাঝখানে একবার এসে বসেছিলেন। আজ ক'দিন থেকে তাঁকে বড় বিষণ্ণ, বড় দুর্ব্বল বলে বোধ হ'চ্ছে। ক্রমেই যেন নিরানন্দ হ'য়ে পড়্‌ছেন, মুখে কথাটি নেই। কী যে কাণ্ড ঘটবে তা' বল্‌তে পারিনে। আজ্‌কে আশ্রমের বাইরে আসবার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ;………বল্‌ছিলেন, শীতের পূর্ব্বে রোদ থাক্‌তে থাক্‌তে, আমাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির শোভা, এবারকার মত শেষ দেখা দেখে নেবেন। এ বছরের দুরন্ত শীত, বোধ হয় সহজে নড়্‌বে না ; এরি মধ্যে বরফের ফুল্‌কি ঝরতে আরম্ভ হ'য়েছে। মোহান্ত ঠাকুর বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ; এই কদিনের বাদল্ বানে নদীগুলো নাকি ভারি বেড়ে উঠেছে, বাঁধ মান্‌চে না। উনি বল্‌ছিলেন……………সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখে ওঁরও ভাবি ভয় হ'য়েছে। সাগর যে হঠাৎ কেন এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বাঁধের ধারে পাহাড়গুলোও তেমন উঁচু নয়। তিনি নিজে গিয়ে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন,………কিন্তু, কি যে দেখ্‌লেন তা' আর কাউকে

বল্লেন না। আমার বোধ হয়, ঐ পাগল মেয়েটির জন্তে কিছু খাবার জিনিষ সংগ্রহ কর্ত্তে বেরিয়েছেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন অনেক দূব যেতে হ'বে। আমাদের অপেক্ষা করে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অন্ধ তরুণী

বিদায়েব আগে তিনি আমাব হাত হু'খানি হাতের মধ্যে নিয়েছিলেন; তাঁর হাত কাঁপ্‌ছিল; তারপর আমার কপালের উপর একটি চুমা দিয়ে চলে গেলেন......

প্রথম অন্ধ

ওফ্‌!

অন্ধ তরুণী

আমি জিজ্ঞেসা কল্লাম......কি জন্তে যাচ্ছেন?...কি হ'য়েছে? তিনি বল্লেন "কি যে হ'বে তা' কিছুই জানিনে।" শেষে বল্লেন "পাকাচুলের আধিপত্য আর বেশী দিন টিঁকছে না......বোধ হয়"......

প্রথম অন্ধ

অর্থাৎ?

অন্ধ তরুণী

ভাবটা আমিও ঠিক ধরতে পারিনি; ঢেউয়ের মাঝখানে যে বাতি-ঘর আছে, সেই দিকে তাঁর যাবার কথা শুনেছি।

প্রথম অন্ধ

এ দেশে বাতি-ঘর আছে নাকি?

অন্ধ তরুণী

আছে বই কি, এই দ্বীপের উত্তর দিকে আছে। আমার আন্দাজ......সেটা আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূর হ'বে না। মোহান্তের মুখে শুনেছি......ঐ বাতিঘরের বাতির আলো এখানকার এই গাছপালাগুলোতে পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয়।...... আজকে ওঁকে যেমন বিষণ্ণ মনে হ'য়েছিল এমন আর কখ্খনো হয়নি। আমার মনে হয় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়্ছিল। সে কান্না চোখে দেখতে পাইনি, তবু, কি জানি কেন, আমার দৃষ্টিহারা চোখেও জল এসে পড়্ল।......যাবার সময় তাঁর পায়ের শব্দ পাইনি............মনে হল তাঁর নিঃশব্দ-গম্ভীর স্মিত হাসিটি যেন শুন্‌তে পেলাম। মনে হয়, তিনি, শ্রান্ত হ'য়ে যখন শান্তির আশায় চোখ বুজ্‌ছিলেন তাও আমি যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েছি।

প্রথম অন্ধ

এ কথাতো তিনি আমাদের কাউকে বলেননি।

অন্ধ তরুণী

তাঁর কথা তোমরা কানেই তোলো না।

অন্ধ স্থবিরা

তিনি কিছু বল্‌তে সুরু কল্লে'ই, তোমরা বিরক্ত হ'য়ে ওঠ, গজ্ গজ্ কর্ত্তে থাক!

দ্বিতীয় অন্ধ

যাবার সময় তিনি অতশত কিছুই বলেননি; খালি বলে গেলেন —'এখন আসি'।

তৃতীয় অন্ধ

ভারি দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

প্রথম অন্ধ

ভাবে বোধ হ'ল যেন ঘুমোতে যাচ্ছেন; তিনি যে আমার দিকে চেয়ে ঐ কথা বলেছিলেন তা' আমি শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। কারো দিকে লক্ষ্য ক'রে কথা বল্‌তে গেলে আওয়াজ কেমন আপ্‌না হ'তেই বদ্‌লে আসে!

পঞ্চম অন্ধ

চক্ষুহীন অন্ধদের প্রতি দয়া কর!

প্রথম অন্ধ

কে ওটা?.........আবোল্‌-তাবোল্‌ বক্‌ছে?

দ্বিতীয় অন্ধ

বোধ হ'চ্ছে যে লোকটা কাণে শুন্‌তে পায় না...সেই।

প্রথম অন্ধ

থাম্‌রে বাপু থাম্‌, এটা ভিক্ষের সময় নয়।

তৃতীয় অন্ধ

উনি খাদ্য-সংগ্রহের জন্য কোন্‌ দিকে গেছেন?

অন্ধ স্থবিরা

সমুদ্রের দিকে।

তৃতীয় অন্ধ

ওঁর মত বয়সে অমন ক'রে সমুদ্রের দিকে যাওয়া ভাল নয়।

দ্বিতীয় অন্ধ

সমুদ্র কি আমাদের খুব নিকট?

অন্ধ স্থবিরা

খুব কাছে। একটু চুপ কর…এখনি গর্জ্জন শুনতে পাবে।…

(সমুদ্রের হলহলা শোনা গেল)

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কেবল ওই বুড়ীদের মন্তর পড়া শুনতে পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা

কাণ পেতে শোনো, ঐ মন্তরের মধ্যে থেকেই সমুদ্রের আভাস পাবে।

দ্বিতীয় অন্ধ

হাঁ, পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূর বলেও বোধ হ'চ্ছে না।

অন্ধ স্থবিরা

ঘুমিয়ে ছিল ; বোধ হয় জেগে উঠল।

প্রথম অন্ধ

আমাদের এমন জায়গায় আনা তাঁর ভারি অন্যায় ; ও শব্দটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

অন্ধ স্থবিরা

তোমরা তো জান………এ দ্বীপটি তেমন বড় নয় ; কাজেই, আশ্রমের বাইরে একবার এসে পড়লেই ওই শব্দ।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কাণ দিই নে।

তৃতীয় অন্ধ

আজকে যেন একেবারে নাকের গোড়ায় বলে মনে হ'চ্ছে ; এত কাছে ও আওয়াজ আমি ভালবাসি নে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমিও না। তা' ছাড়া আমারা তো আশ্রম ছেড়ে আস্‌তেই চাইনি।

তৃতীয় অন্ধ

আমরা কোনো দিন এত দূর আসিনি। মিছেমিছি এত দূর হাঁটানো।

অন্ধ স্থবিরা

আজকের সকালটা ভারি চমৎকার লেগেছিল।······যতক্ষণ রোদ্‌ আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, আমরা খোলামাঠে রোদ্‌ পোহাতে পেলে, খুসী হ'ব মনে করে, ঠাকুর আমাদের এখানে এনেছিলেন। এর পর সারাটা শীত আশ্রমের মধ্যে তো আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তেই হ'বে।

প্রথম অন্ধ

আমার আশ্রমই ভাল।

অন্ধ স্থবিরা

ঠাকুর বলেন, এই যে ছোট্ট দ্বীপটিতে আমরা বাস কচ্ছি, এর কথাও কিছু কিছু জানা ভাল। উনিও এর সকল ঠাঁই দেখেন নি। এখানে নাকি এক পাহাড় আছে·········তার উপর কেউ কখনো ওঠেনি! সেই পাহাড়ের কোণে এক তরাই আছে সেখানে কেউ নাবতে চায় না! এমন অনেক গুহা আছে, যার ভিতর আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রবেশ করেনি। রোদের আশায় চিরটা কাল ছাদের উপর বসে থাকা ভাল দেখায় না, তাই, তিনি আজ আমাদের সাগরের তীরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন দেখছি একাই সেদিকে গিয়েছেন।

অন্ধ স্থবির

ঠাকুরের কথাই ঠিক। বাঁচতে গেলে এ চাই।

প্রথম অন্ধ

যাই বল, আশ্রমের বাইরে কিছুই দেখবার নেই।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা কি এখন রোদে বসে রয়েছি?

তৃতীয় অন্ধ

এখনও রোদ রয়েছে?

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার তো বোধ হয় না; আমার আন্দাজ হয় বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

ক' প্রহর হ'ল?

অনেকে

জানিনে,.........কেউ জানে না।

দ্বিতীয় অন্ধ

আলো দেখা যাচ্ছে কি? (ষষ্ঠের প্রতি) কই? তুমি কোথায়? বল, তুমি তো তবু একটু দেখতে পাও, বল!

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার বোধ হ'চ্ছে, ভারি অন্ধকার। যতক্ষণ রৌদ্র থাকে ততক্ষণ............এই ঠিক আমার চোখের পাতার কোলে একটা নীল রেখা দেখতে পাই; অনেকক্ষণ আগে দেখেছিলুম; এখন একেবারে অন্ধকার।

প্রথম অন্ধ

আমি ক্ষিদে পেলেই বুঝতে পারি বেলা গেছে ; ক্ষিদেও দেখছি পেয়েছে।

তৃতীয় অন্ধ

আচ্ছা, ঘাড় তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাও দেখি, হয় তো বুঝতে পার্ব্বে।

(তিনজন জন্মান্ধ ব্যতীত সকলেই আকাশের দিকে দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিল। জন্মান্ধেরা পূর্ব্বের মত নত মস্তকে মাটির দিকেই চাহিয়া রহিল।)

ষষ্ঠ অন্ধ

আমরা খোলা জায়গায় আছি কি না—তাও বোঝা যাচ্ছে না।

প্রথম অন্ধ

কথা কইলেই যে রকম গম্‌গম্ কচ্ছে তাতে মনে হয় আমরা একটা গুহার ভিতর বসে আছি।

অন্ধ স্থবির

আমার মনে হয় সন্ধ্যা হ'য়েছে বলে ওরকম গম্ গম্ কচ্ছে।

অন্ধ তরুণী

আমার বোধ হ'চ্ছে আমার দুটি হাত পরিপূর্ণ করে জ্যোৎস্না ঝরে' পড়্‌ছে।

অন্ধ স্থবিরা

আমার বোধ হ'চ্ছে নক্ষত্র উঠেছে, স্পষ্ট শুন্‌ছি।

অন্ধ তরুণী

আমিও।

প্রথম অন্ধ

কই ? আমি তো কোনো শব্দ পাচ্ছিনে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কেবল আমাদের সকলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

আমার মনে হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

প্রথম অন্ধ

আমি কখ্খনো নক্ষত্রের আওয়াজ শুনিনি।

দ্বিতীয় অন্ধ ও তৃতীয় অন্ধ

আমিও না।

(একদল নিশাচর পাখী সহসা আকাশ হইতে নামিয়া পল্লবের স্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল)

দ্বিতীয় অন্ধ

শুন্‌ছ ? শুন্‌ছ ? শোনো ! শোনো ! উপরে ওকি বল দেখি ? ....শুন্‌তে পাচ্ছ ?

অন্ধ স্থবির

আকাশের নীচে দিয়ে অথচ আমাদের মাথায় উপর দিয়ে কি যেন চলে গেল।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমাদের ঠিক উপরের দিকে কি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে ; হাত বাড়ালে কিন্তু নাগাল পাওয়া যাবে না।

প্রথম অন্ধ

আমিও শব্দটার ভাব ঠাওরাতে পাচ্ছিনি ; এখন ঠিকানায় পৌছতে পাল্লে বাঁচি।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা এ কোথায়!

ষষ্ঠ অন্ধ

আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌ছিলাম...মাথায় কাঁটাগাছ লাগ্‌ল; চারিদিকেই কাঁটা.........হাত পা মেল্‌তেও আর সাহস হ'চ্ছে না।

তৃতীয় অন্ধ

আমরা এ কোথায়!

অন্ধ স্থবির

জান্‌বার জোটি নেই!

ষষ্ঠ অন্ধ

আশ্রম থেকে খুবই যে দূরে এসে পড়া গেছে তাতে আর ভুল নেই; কোনো আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না।

তৃতীয় অন্ধ

অনেকক্ষণ থেকে আমি ভিজে পাতার গন্ধ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমাদের মধ্যে কেউ কি দৃষ্টি থাকৃতে এ দ্বীপ দেখেনি? কেউ বল্‌তে পারে না আমরা কোন জায়গায় এলাম?

অন্ধ স্থবিরা

আমরা সবাই এখানে আসবার আগেই চোখ হারিয়েছি।

প্রথম অন্ধ

আমি, দেখা যে কেমন, তাই জানিনি।

দ্বিতীয় অন্ধ

মিছেমিছি উৎকণ্ঠা বাড়াবার দরকার নেই; মোহান্ত এখনি

ফিরবেন ; অপেক্ষা করা যাক্। ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে আর ঘরের বার হচ্ছিনি।

অন্ধ স্থবির

আমরা একলা'ও বেরুতে পারি নে।

প্রথম অন্ধ

আমরা বেরুবই না ; না বেরুনই আমার ইচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

বেরুবার ইচ্ছেও তো আমাদের ছিল না ; বাইরে আস্‌বার কথা কেউ তাঁকে বল্‌তে যায় নি।

অন্ধ স্থবির

আজ হ'ল পরবের দিন ; পরবের দিন হ'লেই তো আমরা বেরুই।

তৃতীয় অন্ধ

আমি তখন ঘুমুচ্ছি ; তিনি ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে বল্লেন, 'ওঠ, ওঠ, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, সূর্য্য উঠেছে !' সূর্য্য জিনিসটা যে কী তা' আমি জান্‌তাম না ; আমি কখনো সূর্য্য দেখিনি।

অন্ধ স্থবিরা

আমি সূর্য্য দেখেছি ; তখন আমার বয়স খুব অল্প।

অন্ধ স্থবির

আমি দেখেছি ; সে যুগযুগান্তরের কথা, তখন আমি শিশু—বল্‌তে গেলে মনেই নেই।

তৃতীয় অন্ধ

সূর্য্য উঠ্‌লেই তিনি যে কেন আমাদের আশ্রমের বাইরে নিয়ে আসেন তা বুঝ্‌তে পারিনে। এতে ক'রে কি আমাদের মধ্যে

একজনেরও একবিন্দু জ্ঞানবৃদ্ধি হ'য়েছে? আমি তো বুঝ্‌তেই পাচ্ছিনে,—এটা দিন দুপুর না দুপুর রাত!

ষষ্ঠ অন্ধ

আমি দিন দুপুরে বেরুনোই পছন্দ করি। আমার মনে হয় যেন ভারি একটা উজ্জ্বলতার মাঝখানে এসে পড়েছি; আর মনে হয়, যেন চোখ দুটো আবার তেম্‌নি ক'রে খুলে যাবে।

তৃতীয় অন্ধ

আমি আশ্রমে বসে আগুণ পোহানই পছন্দ করি। আজ সকালে মনের সাধে আগুণ পোহানো গেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা রোদ পোহাব এইটেই যদি তাঁর ইচ্ছে ছিল, তা' উঠানে আমাদের বসিয়ে দিলেই হ'ত; দিব্যি ঘেরা জায়গা; ছট্‌কে বেরিয়ে পড়বার ভয় নেই; কবাট বন্ধ ক'রে দিলে আর ভয়টা কিসের? আমি তো সদাসর্ব্বদা দুয়োর বন্ধ ক'রেই বসে থাকি। তুমি যে বড় আমার কনুয়ে হাত দিলে?

প্রথম অন্ধ

আমি কেন হাত দিতে যাব? আমি তোমায় নাগালই পাই নে।

দ্বিতীয় অন্ধ

বল্‌ছি আমি·········নিশ্চয় কেউ আমার কনুয়ে হাত দিয়েছে।

প্রথম অন্ধ

আমরা কেউ না।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি আর এখানে থাক্‌তে চাইনে।

অন্ধ স্থবিরা

হে ভগবান! হে ঠাকুর! বলে দাও আমরা কোথায়।

প্রথম অন্ধ

আমরা অনন্তকাল এমন অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে পার্ব্ব না।

(দূরে ঘড়িতে বারটা বাজিল)

অন্ধ স্থবিরা

ওঃ! আমরা আশ্রম থেকে কত দূরেই এসে পড়িছি!

অন্ধ স্থবির

রাত দুপুর!

দ্বিতীয় অন্ধ

বেলা দুপুর! কেউ কি ঠিক সময় জান? বল।

ষষ্ঠ অন্ধ

বল্‌তে পারিনে। আমার মনে হ'চ্ছে আমরা কিসের ছায়াতে রইছি।

প্রথম অন্ধ

আমি কিছুই ঠিক্‌ ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে; ভারি ঘুমিয়ে পড়া গিইছিল।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

সকলে

ক্ষিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

এখানে কি খুব বেশীক্ষণ আসা গেছে?

অন্ধ স্থবিরা

আমার মনে হয় যেন কত যুগই এখানে বসে আছি ।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমি……জায়গাটা……প্রায় ঠাউবে ফেলেছি………

তৃতীয় অন্ধ

যেদিকে প্রহর বাজ্‌ল সেই দিকে গেলে হয়।

(নিশাচর পক্ষীরা আনন্দ কাকলি করিয়া উঠিল)

প্রথম অন্ধ

শুন্‌ছ ? শুন্‌ছ ?

দ্বিতীয় অন্ধ

ও আবাব কি গো ? আমবা তবে একলা নেই !

তৃতীয় অন্ধ

আমার গোড়াতেই সন্দেহ হ'য়েছিল,………কেউ আড়িপেতে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছে! ঠাকুর কি ফিরে এলেন ?

প্রথম অন্ধ

কি জানি ওকি ! ওই উপব দিকটায়।

দ্বিতীয় অন্ধ

তোমরা কি বল হে ? কিছু শুনলে ? অমন চুপ্‌চাপ্‌ থাক কেন ?

অন্ধ স্থবির

আমরা এখনও শুন্‌ছি !

অন্ধ তরুণী

আমি ডানার শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা

হে ঠাকুর! হে দয়াময়! বলে দাও আমরা কোথায়?

ষষ্ঠ অন্ধ

জায়গাটা প্রায় ঠাউরে ফেলেছি......আমাদের আশ্রম হ'চ্ছে মহানদের ওপারে; আমার বোধ হচ্ছে বুড়ো জাঙ্গালের উপর দিয়ে এপারে এসেছি। মোহান্ত আমাদের দ্বীপের উত্তর দিক্‌টাতে এনে ফেলেছেন। এ জায়গাটা মহানদ থেকে বোধ হয় খুব বেশী দূর হবে না; সবাই একটু চুপ্ চাপ্ থাক্‌লে স্রোতের শব্দও শোনা যেতে পারে। ঠাকুর যদি না ফেরেন তবে আমাদের ঐ নদের ধারেই যেতে হ'বে; ওখানে দিনরাত বড় বড় জাহাজ যাওয়া-আসা করে, মাঝিরা দেখ্‌তে পাবে......আমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আবার মনে হ'চ্ছে বাতি-ঘরের কোলে যে বন......এ সেই জায়গাটা; এ বনের নিগম আমার জানা নেই;...তোমরা কেউ আমার সঙ্গে আস্‌বে?

প্রথম অন্ধ

বস, বস; আর একটু দেখ, নদীর পথ আমরা কেউ জানিনে; তার উপর আশ্রমের চারিদিকেই জলাভূঁই; আর একটু দেখ, তিনি আস্‌বেন—আস্‌তে হবেই।

ষষ্ঠ অন্ধ

আসবার সময় কোন্ কোন্ পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম, তা' কারো মনে আছে? তখন কিন্তু মোহান্ত ঠাকুর বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম অন্ধ

আমি কানই দিইনি।

ষষ্ঠ অন্ধ

কেউ কান দেয়নি ?

তৃতীয় অন্ধ

এইবার থেকে তাঁর কথা শুন্‌ব।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমাদের মধ্যে কারো কি এ দ্বীপে জন্ম হয়েছে ?

অন্ধ স্থবির

আমরা সবাই বিদেশী।

অন্ধ স্থবিরা

আমরা সমুদ্রপারের লোক।

প্রথম অন্ধ

আমি ভেবেছিলাম পার হ'বার সময়েই মারা পড়্‌ব।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমিও। আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ

আমরা তিন জনই এক গাঁয়ের লোক।

প্রথম অন্ধ

লোকে বলে, আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে সে দেশ এখান থেকেও দেখা যায় ; ঐ উত্তরে।

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের জাহাজখানা হঠাৎ এই দ্বীপে এসে ঠেকে গেল ; কাজেই এই খেনেই নাম্‌তে হ'ল।

অন্ধ স্থবিরা

আমি এসেছি আর এক দেশ থেকে।

দ্বিতীয় অন্ধ

কোথেকে ?

অন্ধ স্থবিরা

সে দেশের কথা বলতে যাওয়াই মুস্কিল ;—মনেই পড়ে না, মুখে বলি ঐ পর্য্যন্ত।—কত দিন হ'য়ে গেছে। সেখানে ভারি শীত —এখানকাব চাইতেও বেশী।

অন্ধ তরুণী

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

প্রথম অন্ধ

সে কোন্ দেশ ?

অন্ধ তরুণী

তা' বল্‌তে পারিনে। কেমন করে বলব ? সে এখান থেকে অনে—ক দূব, সমুদ্র পার। ভারি মস্ত দেশ। ইঙ্গিতে বোঝাতে পারি কিন্তু তোমরাও যে আমারি মতন অন্ধ ! তোমরা তো সে ইঙ্গিত বুঝতে পার্ব্বে না।—আমি অনেক ঘুরেছি ; আমি সূর্য্য দেখেছি ; আগুণ, জল, পাহাড়, চমৎকার চমৎকার ফুল, সুন্দর সুন্দর মুখ,—কত কি দেখেছি। এ দ্বীপে সে রকম কিচ্ছু নেই। এ দেশটা ভারি কন্‌কনে, ভারি বিমর্ষ। আমি দৃষ্টি হারিয়ে সব হারিয়েছি। আগে আমি বাপ, মা, ভাই, বোন সকলকে দেখতে পেতাম। তখন আমি এত ছোট যে নিজের দেশের নামটাও জেনে নিতে পারিনি। সমুদ্রের কিনারায় খেলা করে বেড়াতাম। তবু, সে দেশ যে দেখেছি তা' দিব্যি মনে রয়েছে। একদিন পাহাড়ের উপর থেকে বরফের রেখা দেখেছিলাম।—জীবনে কে যে দুর্ভাগা হ'বে তা' আমি তখন থেকেই একটু একটু বুঝ্‌তে শিখেছি।

প্রথম অন্ধ

অর্থাৎ ?

অন্ধ তরুণী

আমি লোকের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারি। আমি যখন কিছুই ভাবিনে তখনই আমার মনের সকল কথা পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে ওঠে।

প্রথম অন্ধ

আমার পুরাণ কথা কিছু মনে নেই—আমি—

(দেশান্তরগামী কতকগুলি পাখী কলরব করিতে করিতে শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল)

অন্ধ স্থবির

আবার যেন আকাশে কিসের আনাগোনা টের পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অন্ধ

এ দেশে তুমি কেন এলে ?

অন্ধ স্থবির

কাকে বল্‌ছ ?

দ্বিতীয় অন্ধ

ওই মেয়েটিকে।

অন্ধ তরুণী

লোকের মুখে শুন্‌তে পেলাম, এই দেশের মোহান্ত ঠাকুর অন্ধকে দৃষ্টিদান কর্ত্তে পারেন। উনিও আমায় বলেছেন যে আবার আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে পাব। একবার চোখের জালিটা কাটলে হয়,—আর এখানে থাকছি নে।

প্রথম অন্ধ

আমরাও এখান থেকে পালাতে পার্লে বাঁচি।

দ্বিতীয় অন্ধ

চিরকালই এইখানে থাকৃতে হ'বে।

তৃতীয় অন্ধ

মোহান্ত ঠাকুব যে বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন…উনি আব আমাদের আবোগ্য ক'বেছেন!…

অন্ধ তরুণী

আমাব চোখেব পাতায় পাতায় জুড়ে গেছে, কিন্তু, চোখের মণি যে বেশ উজ্জল আছে তা' আমি অনুভবে বুঝতে পারি।

প্রথম অন্ধ

আমাব চোখের পাতা খোলা…

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি চোখ চেয়ে ঘুমোই।

তৃতীয় অন্ধ

পোড়া চোখের কথায় আব কাজ নেই, দাদা।

দ্বিতীয় অন্ধ

তুমি এখানে বেশী দিন আসনি বোধ হ'চ্ছে।

অন্ধ স্থবির

একদিন সন্ধ্যা বেলায় ভগবানের নাম কচ্ছি, এমন সময় স্ত্রীলোকদের দিক থেকে একটা অপরিচিত স্বর শুনৃতে পেলাম; আওয়াজেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার বয়স অল্প; তোমাকে দেখতে সাধ হ'ল,……গলার আওয়াজ শুনে……

প্রথম অন্ধ

আমি টের পাইনি।

দ্বিতীয় অন্ধ

মোহান্ত ঠাকুর তো আমাদের কিছুই জানতে দ্যান না।

ষষ্ঠ অন্ধ

লোকে বলে তুমি অপূর্ব্ব সুন্দরী......যেন এ দেশের নও।

অন্ধ তরুণী

আমি নিজেকে কখনো দেখিনি।

অন্ধ স্থবিরা

আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাইনি। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছে ; এক জায়গায় বাস কচ্ছি ; এক সঙ্গে রইছি ;... কিন্তু জানতে পেলাম না আমরা কেমন! দু' হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে আন্দাজে আন্দাজে পরস্পরের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চোখ যা' দূর থেকে জানায় হাত নিকটে থেকেও তার কাছে এগুতে পারে না...

ষষ্ঠ অন্ধ

রৌদ্রে বসলে পর আমি তোমাদের ছায়ার মতন দেখতে পাই।

অন্ধ স্থবির

যে আশ্রমটিতে এতকাল বাস কচ্ছি তাও কখনো চক্ষে দেখলাম না! হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে দেওয়াল আর দরজার আন্দাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আশ্রম গৃহের চেহারা যে কেমন তা' মোটেই জানিনে।

অন্ধ স্থবিরা

শুনতে পাই ওটা এক প্রাচীন প্রাসাদ, ভারি অন্ধকার, ভারি জরাজীর্ণ, উপরতলায় মোহান্ত ঠাকুরের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঠাঁই থেকে মোটে আলোই দেখা যায় না।

প্রথম অন্ধ

যার 'আঁখ্' নেই তার আলোতেও প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমি আশ্রমের দুয়োর-গোড়ায় ভেড়াগুলোর কাছে কাছে থাকি; সন্ধ্যা হ'লে ভেড়াগুলো মোহান্তের ঘরে আলো দেখতে পেয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ে ··আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই। ভেড়াগুলোর একদিনের জন্যেও ভুল হয় না,—আমাকেও ভুগতে হয় না।

অন্ধ স্থবির

কত বৎসর ধরে এক সঙ্গে বাস কচ্ছি তবুও পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পেলাম না; মনে হয়, যেন একলা রইছি,···ভালবাস্‌তে গেলে দেখাটা আগে···

অন্ধ স্থবিরা

স্বপ্নের অবস্থায় মনে হয় যেন আবার আমি দৃষ্টি ফিরে পেইছি।

অন্ধ স্থবির

আমি কেবল স্বপ্নেই দেখ্‌তে পাই।

প্রথম অন্ধ

আমি সাধারণতঃ দুপুর রাতে স্বপ্ন দেখি।

দ্বিতীয় অন্ধ

হাত পা অসাড় হ'য়ে গেলে লোকে কি রকম স্বপ্ন দেখে?

(দুর্যোগের হাওয়ায় বিবশভাবে একরাশ
পল্লব স্খলিত হইয়া পড়িল)

পঞ্চম অন্ধ

কে আমার গায়ে হাত দিলে?

প্রথম অন্ধ

কি যেন ঝরছে।

অন্ধ স্থবির

উপর থেকে পড়ছে,.........কি পড়ছে তা বলা যায় না।

পঞ্চম অন্ধ

আমাব হাত ছুঁলে কে? আমি ঘুমুচ্ছিলাম,...একটু ঘুমুতে দাও না বাপু।

অন্ধ স্থবিব

কেউ তোমায় ছোঁয়নি।

পঞ্চম অন্ধ

কে আমায় ছুঁলে? জোরে জবাব দাও, আমি কানে ভাল শুন্‌তে পাইনে।

অন্ধ স্থবির

নিজেরাই জানিনে তার আবার জবাব!

পঞ্চম অন্ধ

আমাদের সতর্ক ক'রে গেল?

প্রথম অন্ধ

মিছে উত্তর দেওয়া, ও শুন্‌তেই পায় না।

তৃতীয় অন্ধ

যারা শুন্‌তে পায় না তারা কী দুর্ভাগা।

অন্ধ স্থবির

আর তো বসে থাকা যায় না।

ষষ্ঠ অন্ধ

এক জায়গায় আর ভাল লাগ্‌ছে না।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা ভারি তফাৎ তফাৎ রয়েছি; একটু কাছাকাছি বসা যাক্, ঠাণ্ডা পড়তে সুরু হয়েছে।

তৃতীয় অন্ধ

আমার দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না, যেখানে থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল।

অন্ধ স্থবির

তা'ছাড়া আমাদের পরস্পরের মাঝখানে কত কি থাক্‌তে পারে,……কিছুই তো বলা যায় না।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার বোধ হ'চ্ছে আমার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে; দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে গিয়েই এই হ'য়েছে।

তৃতীয় অন্ধ

বুঝেছি, তুমি আমার দিকটায় ঝুঁকে রয়েছ,………আমি শুন্‌তে পাচ্ছি।

(উন্মাদগ্রস্ত অন্ধ স্ত্রীলোকটি দুই হাতে সজোরে চোখ্
রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বারম্বার নিস্পন্দ
মোহান্তের দিকে ফিরিতে লাগিল এবং
মধ্যে মধ্যে অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে
লাগিল)

প্রথম অন্ধ

আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা

পাগ্‌লি বোধ হয় চোখ বগ্‌ড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

ও সর্ব্বদাই অম্‌নি করে; আমি রোজ রাত্রে শুনি।

তৃতীয় অন্ধ

ও বদ্ধপাগল; একদম কথাই কয় না।

অন্ধ স্থবিরা

ছেলেটি কোলে হ'য়ে পর্য্যন্ত ও আর কথা কয় না; সর্ব্বদাই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে।

অন্ধ স্থবির

তোমার 'ভয় ভয়' করে না?

প্রথম অন্ধ

কাকে বল্‌ছ?

অন্ধ স্থবির

বিশেষ ক'রে কাউকেই নয়, সকলকেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা

হাঁ, খুব, ...ভয় ভয় করে বই কি।

অন্ধ তরুণী

অনেক দিন থেকে আমার এম্‌নি ধারা ভয় করে।

প্রথম অন্ধ

ও কথা জিজ্ঞেসা কল্লে যে?

অন্ধ স্থবির

কেন যে জিজ্ঞাসা কল্লাম তা' ঠিক বল্‌তে পারিনে,...একটা

কি যেন বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না......আমার মনে হ'ল কে যেন হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌ল।

প্রথম অন্ধ

ভয় পেয়ে লাভ নেই, আমার বোধ হয় ও পাগ্‌লিব কাজ।

অন্ধ স্থবির

উহুঁ, তা' নয়, তা' নয়; আরো কি একটা কাণ্ড ঘটেছে, শুধু কান্নার শব্দে আমি ভয় পাইনি।

অন্ধ স্থবিরা

ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় হ'লেই ও অমনি রোজ কাঁদে।

প্রথম অন্ধ

ওরকম ক'রে কেবল ওই কাঁদে।

অন্ধ স্থবিবা

শুন্‌তে পাই, ও নাকি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পায়।

প্রথম অন্ধ

চোখ থেকে যখন জল পড়ে তার কিন্তু শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

অন্ধ স্থবির

যে দেখ্‌তে পায় তার কান্নাই কান্না.........

অন্ধ তরুণী

আমি যেন ফুলের গন্ধ পাচ্ছি!......

প্রথম অন্ধ

আমি কেবল ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধ তরুণী

ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে, খুব কাছেই ফুটেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি ধূলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

পেইছি, ফুলের গন্ধ পেইছি; এইবার যে বাতাসটা এল সেই বাতাসে পেইছি।

তৃতীয় অন্ধ

কই? আমি তো কেবল ধূলোব গন্ধই পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

ষষ্ঠ অন্ধ

কই? কোন্ দিকে? আমি গিয়ে তুলে আন্‌ছি।

অন্ধ তরুণী

তোমার ডাইনে,—দাঁড়াও,—ওঠ!

(ষষ্ঠ অন্ধ সন্তর্পণে উঠিয়া, পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে, রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডগুলি মাড়াইয়া চলিল)

অন্ধ তরুণী

থামো! থামো! তুমি সব মাড়িয়ে নষ্ট কল্লে, দেখছি; কচি ডাঁটাগুলো মচ্‌মচিয়ে ভেঙে খেঁতো হ'য়ে যাচ্ছে, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

ফুল গেল তো বয়েই গেল; এখন ফেরবার উপায় ঠাওরাও।

ষষ্ঠ অন্ধ

পিছু হট্‌তে সাহস হ'চ্ছে না।

অন্ধ তরুণী

হট্‌তে হ'বে না, দাঁড়াও! (দাঁড়াইয়া) ওঃ মাটি কন্‌কন্ কচ্ছে! জমে যাবার জোগাড়!

(স্বচ্ছন্দগতিতে একেবারে কৃশপাণ্ডুর রজনী-গন্ধার দিকে যাইতে গিয়া ভূতলশায়ী বৃক্ষে হোঁচট লাগিল)

এই! এই দিকে!—আমি নাগাল পাচ্ছিনে,—তোমার খুব কাছে।

ষষ্ঠ অন্ধ

বোধ হয় আমি তা'ই তুলেছি!

(অবশিষ্ট পুষ্পদণ্ড হইতে কয়েকটি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তরুণীকে দিল। নিশাচর পাখীর দল উড়িয়া গেল)

অন্ধ তরুণী

আমার বোধ হ'চ্ছে এ ফুল আমি আগে দেখেছিলাম; নাম মনে পড়ছে না।—এ ফুল ক'টা কেমন যেন বোগা-বোগা, বোঁটা-গুলো বোয়াঁর মত সরু; চিনে ওঠা ভার; বোধ হয় এ শ্মশানের ফুল।

(ফুলগুলি একে একে চুলে পরিতে লাগিল)

অন্ধ স্থবির

আমি তোমার চুলের আওয়াজ পাচ্ছি;......হাওয়ার মতন।

অন্ধ তরুণী

চুলের নয়, ফুলের।

অন্ধ স্থবির

তোমায় দেখবার জো নেই।......

অন্ধ তরুণী

নিজেই নিজেকে দেখবার জো নেই ;........জমে গেলাম।

(এই সময়ে বনে বাতাস উঠিল এবং তীরের পাহাড়গুলির উপর সজোরে ঢেউ আছড়াইতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ

মেঘ ডাক্‌ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

বোধ হয় ঝড় উঠল।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হচ্ছে ঢেউয়ের শব্দ।

তৃতীয় অন্ধ

ঢেউয়ের শব্দ ? সাগরের শব্দ ? এ যে দু'পা আগে!— একেবারে আমাদের কাছেই! আমি আমাব চারদিকেই ওই রকম শব্দ পাচ্ছি। ও নিশ্চয় আর কিছু।

তরুণী

আমি যেন পায়ের গোড়ায় ঢেউয়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

আমার বোধ হয় বাতাসে ঝরা পাতা ঘুরছে।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

তৃতীয় অন্ধ

এই দিকে আস্‌চে!

প্রথম অন্ধ

আচ্ছা, বাতাস কোথেকে আসে ?

দ্বিতীয় অন্ধ

সাগর থেকে।

অন্ধ স্থবির

বরাবরই সাগর থেকে আসে; সাগর আমাদের চতুর্দ্দিক ঘিরে আছে; অন্য কোথাও থেকে তো আসবার জো নেই!

প্রথম অন্ধ

ও সাগরের ভাবনা ভেবে আর কাজ নেই।

দ্বিতীয় অন্ধ

না ভেবে চলে কই? ঘনিয়ে আস্‌ছে যে!

প্রথম অন্ধ

ও যে সাগরই—তা' তুমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পার না।

দ্বিতীয় অন্ধ

ঢেউয়ের শব্দ এত কাছে, যে, জলে হাত ডুবানো যাবে বলে মনে হচ্ছে; আর এখানে থাকা নয়; এক মুহূর্ত্তে আমাদের ঘিরে ফেল্‌তে পারে।

অন্ধ স্থবির

যাবে কোথায় বাপু?

দ্বিতীয় অন্ধ

তা' জানিনে! যে দিকে হ'ক! ও জলের শব্দ আর শুন্‌তে পার্ব্ব না। চল! চল!

তৃতীয় অন্ধ

আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি, ওই!

(দূরে শুষ্কপত্রের উপর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল)

প্রথম অন্ধ

কি একটা এই দিকে আসছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

ঠাকুর আস্‌ছেন,—ঠাকুর আস্‌ছেন,—তিনিই ফিরে আসছেন।

তৃতীয় অন্ধ

তিনিই আসছেন,—ছোট্ট ছেলেব মতন থুপুস্‌ থুপুস্‌ ক'রে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছেন।

দ্বিতীয় অন্ধ

আজকে আর কোনো কথা তোলা হ'বে না।

অন্ধ স্থবির

ও তো মানুষের পায়ের শব্দ বলে মনে নিচ্ছে না।

(একটা প্রকাণ্ড কুকুর বনে প্রবেশ করিয়া উহাদের সম্মুখ দিয়া চলিল। সকলে নীরব)

প্রথম অন্ধ

কে যায়? ওগো কে তুমি? অন্ধজনে দয়া কর! অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি।

(কুকুরটা ফিরিয়া প্রথম অন্ধের দুই হাঁটুর উপর দুই থাবা রাখিয়া দাঁড়াইল)

আঃ! আঃ! আমার হাঁটুর উপর এ কী দিলে? এটা কী? জানোয়ার নাকি? কুকুর বুঝি? ও-ও! সেই কুকুরটা, অন্ধাশ্রমের কুকুরটা! আয়! এই দিকে আয়!—আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে। আয়! এ দিকে আয়!

সকলে

এদিকে আয়! এদিকে আয়!

প্রথম অন্ধ

আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে, পায়ের চিহ্ন ধরে এসেছে! এম্‌নি ক'রে হাতখান্ চাটছে যেন একশো বছর আমায় দেখেনি। আহ্লাদের ডাক্‌বার ভঙ্গী দেখ! আহ্লাদে খুন! শোনো একবার! শোনো একবার!

সকলে

আয়! আয়! আয়!

অন্ধ স্থবির

ও বোধ হয় কারু আগে আগে দৌড়ে এসে থাক্‌বে।

প্রথম অন্ধ

না—না, একলা; আর কেউ থাক্‌লে সাড়া পাওয়া যেত; অন্য পাণ্ডায় আর দরকারও নেই, পাণ্ডাগিরিতে কুকুরের কাছে মানুষ-পাণ্ডাদেরও হার মান্‌তে হয়। যেখানে যেতে চাও, ঠিক্ নিয়ে যাবে। ও আমাদের কথা শোনে।

অন্ধ স্থবিরা

ওর সঙ্গে যেতে আমার কিন্তু সাহস হয় না।

অন্ধ তরুণী

আমারও না।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা স্ত্রীলোকের কথা কানে তুল্‌ছিনে।

তৃতীয় অন্ধ

আমার বোধ হয় আকাশে কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আর তেমন হাঁফ লাগ্‌ছে না, বাতাসও বেশ পরিষ্কার বোধ হ'চ্ছে।

অন্ধ স্থবিরা

ও ডাঙ্গা-মুখো হাওয়া, সাগর থেকে আসছে।

ষষ্ঠ অন্ধ

বোধ হয় ফর্সা হ'ল, সূর্য্য উঠ্‌বে।

অন্ধ স্থবির

আমার মনে হচ্ছে, সব যেন আবো জুড়িয়ে যাচ্ছে; একেবারে জমে যাবার জো।

প্রথম অন্ধ

রাস্তা ঠিক ঠাওবাব। আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ্লাদে মেতে উঠেছে, আব ধবে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে; এস, এস, আমার পিছনে পিছনে সব এস। আমরা আশ্রমে ফিবছি......... বাড়ী ফিরছি।

(কুকুবটা প্রথম অন্ধকে টানিতে টানিতে মোহান্তেব নিশ্চল দেহেব নিকট গিয়া দাঁড়াইল)

সকলে

কই তুমি? কই হে! কোন্ দিকে যাচ্ছ? সাবধান!

প্রথম অন্ধ

রও! রও! অসতে হবে না! আমি ফিরছি,—কুকুবটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। একি? এঃ! এঃ! কি-একটা ঠাণ্ডা-মতন হাতে ঠেক্‌লো!

দ্বিতীয় অন্ধ

কি বল্‌ছ? তোমার আওয়াজ আর কানে পৌঁছয় না যে।

প্রথম অন্ধ

আমি......বোধ হ'চ্ছে আমি কার একখানা মুখের উপর হাত দিচ্ছি।

তৃতীয় অন্ধ

বল্‌ছ কি? ক্রমে তোমায় বুঝে ওঠাই যে মুস্কিল হয়ে পড়ল দেখছি। তোমার হ'য়েছে কি? তুমি কোন্ দিকে? এরি মধ্যে এত তফাৎ হ'য়ে পড়লে নাকি?

প্রথম অন্ধ

ওঃ! ওঃ! ওঃ! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি!—আমাদের মাঝখানে এ যে মরা মানুষ!

সকলে

এখানে মরা মানুষ? তুমি কই? তুমি কই?

প্রথম অন্ধ

সত্যি বলছি···মরা মানুষ! ওঃ! ওঃ! আমি মড়ার মুখে হাত দিইছি!···আমরা মরার কাছে বসে আছি। আমাদের মধ্যেই নিশ্চয় কেউ হঠাৎ মারা পড়েছে। আচ্ছা কথা কও, কে কে বেঁচে আছে দেখা যাক! তোমরা কই? সাড়া দাও, সবাই মিলে সাড়া দাও।

(উন্মাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি এবং বধির লোকটি ভিন্ন সকলে সাড়া দিল; বৃদ্ধা তিনজন নাম জপ বন্ধ করিল।)

প্রথম অন্ধ

আমি আর গলার আওয়াজে কাউকে চিন্‌তে পাচ্ছিনে; সবারি স্বর এক রকম ঠেকছে····· সব কাঁপছে।

তৃতীয় অন্ধ

ছুজনেব সাড়া পাওয়া যায়নি,······তারা কোথায় ?

(লাঠি বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া উহা পঞ্চম অন্ধের গায়ে লাগিল)

পঞ্চম অন্ধ

আঃ ! আমি ঘুমুচ্ছিলাম,······একটু ঘুমুতে দাও না, বাপু !

ষষ্ঠ অন্ধ

এও নয় ; তবে কে ? পাগ্‌লি ?

অন্ধ স্থবিরা

পাগ্‌লি আমাব পাশে, সে বেঁচে আছে,···আমি শুন্‌তে পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

আমাব বোধ হয়······আমার বোধ হয় এ মোহান্ত ঠাকুর ······দাঁড়িয়ে রয়েছেন ! এস ! এস !

দ্বিতীয় অন্ধ

দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?

তৃতীয় অন্ধ

তা হ'লে বেঁচে আছেন।

অন্ধ স্থবির

কই তিনি ?

ষষ্ঠ অন্ধ

এস, দেখিগে, এস !······

(সকলে আন্দাজে মৃতের দিকে চলিল ; উন্মাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি এবং অন্ধবধির পুরুষটি গেল না)

দ্বিতীয় অন্ধ

কই তিনি ? এইখানে ? ঠিক্ তিনিই ত ?

তৃতীয় অন্ধ

হাঁ, হাঁ, আমি চিনেছি।

প্রথম অন্ধ

হে ঠাকুর! হে দয়াময়! আমাদের কী উপায় হবে।

অন্ধ স্থবিরা

বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! এ কি তুমি? কি হ'ল? কেমন ক'রে এমন হল? বল, বল, সাড়া দাও!···আমরা যে সবাই মিলে তোমার কাছে এসেছি, ওঃ! ওঃ! ওঃ!

অন্ধ স্থবির

একটু জলের জোগাড় দেখ, দেখি! হয় তো এখনো বেঁচে আছেন......

দ্বিতীয় অন্ধ

আচ্ছা, বেয়ে ছেয়ে দেখা যাক না······চাই কি, চেতন হ'লে আমাদের পথ দেখিয়ে আবার আশ্রমে নিয়ে যেতেও তো পারেন।

তৃতীয় অন্ধ

বৃথা চেষ্টা; বুকে কোনো শব্দই পাচ্ছিনি, সব ঠাণ্ডা......

প্রথম অন্ধ

মারা গেলেন······কিছু বলে যেতে পার্লেন না!

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের আগে থেকে সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় অন্ধ

ওঃ কি বুড়োই হ'য়েছিলেন......এইবার নিয়ে তাঁর মুখে মোট দু'বার আমি হাত দিলাম।

তৃতীয় অন্ধ

(শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে) আমাদের চেয়ে অনেক লম্বা ছিলেন।

দ্বিতীয় অন্ধ

চোখ্ খোলা রয়েছে, হাত জোড় ক'রে মরে রয়েছেন।

প্রথম অন্ধ

মারা গেলেন,......শুধু শুধু মারা গেলেন......

তৃতীয় অন্ধ

দাঁড়িয়ে নয় তো......পাথরের উপর বসে......

অন্ধ স্থবির

জগদীশ্বর! বুঝ্তে পারিনি......সব কথা ভাল টেরও পাই নি,......কতদিন থেকেই তো ভুগ্ছিলেন......না জানি আজ কতই যন্ত্রণা হ'য়েছিল! ওঃ! ওঃ! ওঃ! একদিনের জন্যেও জান্তে দেননি; হাত ধর্লে ব্যথা পেতেন......এখন মনে হ'চ্ছে, সব সময়ে মানুষ বুঝ্তে পারে না......মোটেই পারে না; এস, কাছে এস, এইখানে বসে সকলে মিলে নাম শোনাও।

(স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ঘিরিয়া হাহাকার করিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ

আমি বস্তে পার্ব্ব না......

দ্বিতীয় অন্ধ

কিসের উপর যে বস্ছি তার ঠিক নেই......

তৃতীয় অন্ধ

অসুখ হয়েছিল......তা' আমাদের তো বলেন নি......

দ্বিতীয় অন্ধ

আজ এখানে আস্‌বার সময় আস্তে আস্তে কি যেন বল্‌ছিলেন, বোধ হয়, ওই অল্পবয়সী মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছিলেন; কি বলছিলেন গো?

প্রথম অন্ধ

ও তা' বল্‌বে না।

দ্বিতীয় অন্ধ

তুমিও আর আমাদের কথায় জবাব দেবে না? কই তুমি? কথা কও।

অন্ধ স্থবিরা

তোমরা ঠাকুরকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছ,......মেরে ফেলেছ, ...তোমরা তাঁর কথা শোননি, এগুতে চাওনি, তাঁর অমতে পথে বসে খেতে চেয়েছ, দিনরাত বিরক্ত করেছ, আমি কতবার তাঁর নিশ্বাস পড়্‌তে শুনেছি, মনে যেন আর শক্তি ছিল না।

প্রথম অন্ধ

তাঁর অসুখ ছিল? তুমি জান্‌তে?

অন্ধ স্থবির

আমরা কিছুই জান্‌তে পারিনি, আমরা তাঁকে চক্ষেও দেখিনি! আমাদের এই নির্জীব, নিস্তেজ, নিঃসহায় চোখের সমুখ দিয়ে কী যে ঘটনা ঘটেছে, তা' কি কোনো দিন আমরা জানতে পেরেছি? তিনিও কিছুই বলেন নি......এখন আর ফেরবার নয়। আমি তিনজনের মৃত্যু দেখ্‌লাম,......কিন্তু এমন দেখিনি......এবার আমাদের পালা।

প্রথম অন্ধ

তাঁকে কষ্ট......আমি বাপু দিইনি,......আমি কখনো কিছু বলিনি......

দ্বিতীয় অন্ধ

আমিও না ; ঠাকুর যা বলেছেন বিনা ওজরে তাই করিছি...

তৃতীয় অন্ধ

তিনি ঐ পাগলিটার জন্যে জল আন্‌তে যাচ্ছিলেন...যেতে যেতে মারা গেছেন।

প্রথম অন্ধ

এখন কি করা যায় ? আমরা যাই কোথা ?

তৃতীয় অন্ধ

কুকুরটা কই ?

প্রথম অন্ধ

এই যে ; ও ঠাকুরের মৃতদেহ ছেড়ে নড়তে চাইছে না।

তৃতীয় অন্ধ

টেনে তফাৎ করে ফেল ! তাড়িয়ে দাও ! তাড়িয়ে দাও !

প্রথম অন্ধ

ও মড়া ছেড়ে নড়ছে না।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা মড়া কোলে করে কতক্ষণ বসে থাক্‌ব ? এই অন্ধকারে এম্‌নি ক'রে মর্‌ব্ব নাকি ?

তৃতীয় অন্ধ

ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বস; সর না, নড় না; হাত ধর, হাত ধর; সবাই মিলে এই পাথরখানার উপর বসা যাক্·········কই আর সব কই? এইখানে এস!···এস! এস!

অন্ধ স্থবির

তুমি কোনখানে?

তৃতীয় অন্ধ

এই যে, এই দিকে। আমরা সবাই এসেছি তো? আরো কাছে এস! তোমার হাত কই? ইস্...ভারি ঠাণ্ডা যে!

অন্ধ তরুণী

ওঃ! তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

তৃতীয় অন্ধ

তুমি কচ্ছ কি?

অন্ধ তরুণী

আমি চোখ কচ্‌লাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল, বুঝি আবার দেখ্‌তে পাব·········

প্রথম অন্ধ

কাঁদে কে?

অন্ধ স্থবিরা

পাগলি ফোঁপাচ্ছে!

প্রথম অন্ধ

অথচ কোনো খবরই সে রাখে না!

অন্ধ স্থবির

এইখানেই আমাদের মৃত্যু আছে দেখ্‌ছি·········

অন্ধ স্থবিরা

কেউ-না-কেউ আস্‌তেও পারে·········

অন্ধ স্থবির

আর কে আসবে? কে আসা সম্ভব?

অন্ধ স্থবিরা

তা' কি জানি······ ···

প্রথম অন্ধ

ভৈরবীরা এলেও আসতে পাবেন—

অন্ধ স্থবির

সন্ধ্যার পর তাঁরা তো আশ্রমের বা'র হ'ন না।

অন্ধ তরুণী

তাঁরা মোটেই বেরোন্ না।

দ্বিতীয় অন্ধ

হয় তো বাতিঘরের লোকজন আমাদের দেখতে পাবে।

অন্ধ স্থবির

তারা নীচে নামে না।

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের সবাইকে দেখতে তো পেতে পারে··········

অন্ধ স্থবির

সমুদ্রের দিকেই সর্ব্বদা তাদের নজর।

তৃতীয় অন্ধ

কি শীত!

অন্ধ স্থবিরা

ঝরা পাতার মধ্যে মর্ম্মব শব্দ শুন্‌ছ...আমার বোধ হয় সব জমে যাচ্ছে।

অন্ধ তরুণী

ইস্‌! মাটি কি কঠিন!

তৃতীয় অন্ধ

আমার বাঁ দিক থেকে একটা শব্দ পাচ্ছি···কিন্তু কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিনে।

অন্ধ স্থবির

ও সাগরের ঢেউ, পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ে' গোঁ গোঁ কর্চ্ছে।

তৃতীয় অন্ধ

আমি বলি—মেয়েরা।

অন্ধ স্থবিব

ঢেউয়েব ঘায়ে বরফ ভাঙার শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

এত কাঁপছে কে হে? পাথবখানা সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলেছে যে? সঙ্গে সঙ্গে আমবাও দিব্যি দুল্‌ছি!

দ্বিতীয় অন্ধ

হাতেব মুঠো আব খোলা যাচ্ছে না!

অন্ধ স্থবির

একটা শব্দ পাচ্ছি,···কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।

প্রথম অন্ধ

কে এত কাঁপে হে? পাথরখানা শুদ্ধ যে ঠক্ ঠক্ ক'রে নড়ছে।

অন্ধ স্থবির

বোধ হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে কেউ।

অন্ধ স্থবিরা

বোধ হয় আমাদের পাগলি সব চেয়ে বেশী কাঁপছে।

তৃতীয় অন্ধ

ওর ছেলের তো কোনো সাড়া পাচ্ছিনে।

অন্ধ স্থবিরা

বোধ হয় স্তন্যপান কচ্ছে।

অন্ধ স্থবির

আমরা যে কেমন ঠাঁয়ে রইছি, তা' কেবল ওই ছেলেটিই দেখতে পায়।

প্রথম অন্ধ

আমি উত্তুরে হাওয়ার শব্দ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার বোধ হয় আর নক্ষত্র নেই।......এখনি বরফ পড়্‌তে সুরু হ'বে।

দ্বিতীয় অন্ধ

তবেই গিইছি।

তৃতীয় অন্ধ

যদি আমাদের মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে,...তাকে জাগিয়ে দেওয়া চাই।

অন্ধ স্থবির

এখনি আমার গা ঘুম ঘুম্ কর্চ্ছে.........

(উদ্দাম বাতাসে ঝরা পাতাগুলি ঘুরিতে লাগিল)

অন্ধ তরুণী

পাতার মর্ম্মর শব্দ শুন্‌ছ ? আমার বোধ হ'চ্ছে কেউ আমাদের দিকেই আস্‌ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

ও বাতাস ; ওই !

তৃতীয় অন্ধ

আর কেউ আসছে না !

অন্ধ স্থবির

ভাবি শীতের দিন আস্‌ছে......

অন্ধ তরুণী

দূরে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

আমি শুক্‌নো পাতার আওয়াজ পাচ্ছি ।

অন্ধ তরুণী

এখান থেকে অনেক দূরে কে যেন চলে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কেবল বাতাসের সাড়া পাচ্ছি।

অন্ধ তরুণী

আমি বল্‌ছি...নিশ্চয়ই কেউ আসছে.........

অন্ধ স্থবিরা

খুব আস্তে আস্তে আসছে,·· হুঁ আমিও শুনতে পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

আমার মনে নিচ্ছে,—মেয়েদের কথাই ঠিক্!

(ফুল্‌কি-বরফ ও পাপ্‌ড়ি-বরফ ঝরিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ

উঃ! আমার হাতের উপর...কন্‌কনে ঠাণ্ডা...এ আবার কি পড়্‌তে লাগ্‌ল?

ষষ্ঠ অন্ধ

বরফ পড়ছে।

প্রথম অন্ধ

একটু ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসা যাক্।

অন্ধ তরুণী

ওই শোনো.........পায়ের শব্দ!

অন্ধ স্থবিরা

দোহাই! একবার চুপ্ কর না বাপু!

অন্ধ তরুণী

কাছে আস্‌ছে! খুব কাছে আসছে, ওই!

(অন্ধকারে পাগ্‌লির ছেলেটি কাঁদিতে আরম্ভ করিল)

অন্ধ স্থবির

ছেলে কাঁদ্‌ছে!

অন্ধ তরুণী

ও দেখ্‌তে পায়! দেখ্‌তে পায়! কাঁদ্‌ছে, নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়ে কাঁদ্‌ছে।

(ছেলেটিকে পাগ্‌লির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া, যেদিকে
পদশব্দের মত শব্দ শোনা যাইতেছিল সেইদিকে
অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্যান্য
স্ত্রীলোকেরা সোদ্বেগে তাহাকে
ঘিরিয়া চলিল)

আমি যাচ্ছি !.........

অন্ধ স্থবির

সাবধান !

অন্ধ তরুণী

আঃ ! ভারি কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ! কি ? কি ? কাঁদিস্‌ নে... ভয় কি ? কোনো ভয় নেই, এই যে আমরা ;.........কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ ? ভয় নেই ! কেঁদনা ! কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ?......... বল, কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

অন্ধ স্থবিরা

পায়ের শব্দ এগিয়ে আস্‌ছে, ওই শোনো ! ওই !

অন্ধ স্থবির

আমি ঝরা পাতার উপর যেন আঁচলের খস্‌ খস্‌ শব্দ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ

স্ত্রীলোক নাকি ?

অন্ধ স্থবির

পায়ের শব্দ তো ?

প্রথম অন্ধ

হয় তো সাগরের ঢেউ...শুকনো পাতার উপর পড়ে খড় খড় শব্দ কচ্ছে।

অন্ধ তরুণী

না, না! পায়ের শব্দই! পায়ের শব্দই!

অন্ধ স্থবিরা

এখনি জানা যাবে; কান পেতে থাক! কান পেতে থাক!

অন্ধ তরুণী

শুন্‌ছি, শুন্‌ছি,...খুব কাছে বোধ হচ্চে; পাশে বল্লেই হয়! ওই! ওই!.........কি দেখ্‌ছিস্.........কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

অন্ধ স্থবিরা

কোন্ দিকে তাকাচ্ছে?

অন্ধ তরুণী

যেদিক থেকে পায়ের শব্দ শুন্‌ছি; সেইদিকটাতেই কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! দেখ! দেখ! আমি ওর মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলাম, ও আবার দেখ্‌বার জন্যে তখনি মাথা ঘুরিয়ে নিলে! ও দেখ্‌তে পায়! দেখ্‌তে পায়! নিশ্চয় একটা নতুন কি দেখেছে!

অন্ধ স্থবিরা

উঁচু ক'রে ধর, আমাদের চেয়ে উঁচু ক'রে ধর, ভাল ক'রে দেখুক্!

অন্ধ তরুণী

সরে যাও! সরে যাও!

(ছেলেটিকে অন্ধদের মাথার উপর যথাসাধ্য উচ্চে ধরিল)

পায়ের শব্দ...আমাদেরই মাঝখানটাতে এসে...মিলিয়ে গেল!......

অন্ধ স্থবির

এই যে! এই যে! এই আমাদের মাঝখানে!

অন্ধ তরুণী

কে তুমি? কে?

(কেহ সাড়া দিল না)

অন্ধ স্থবিরা

দয়া কর গো! অন্ধজনে দয়া কর!

(নিস্তব্ধতার মধ্যে ছেলেটি ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল)

যবনিকা

নিদিধ্যাসন

পাত্র ও পাত্রী

কর্ত্তা

গৃহিণী

ভৃত্য

নিদিধ্যাসন

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

কর্ত্তা

ওহানা সান্ চিঠি লিখেছে, সে আমার আসার আশায় পথ 'চেয়ে থাকবে; আজ সন্ধ্যাবেলায় যেমন ক'রে হোক দেখা করতে হ'বে। সেই ন'গাঁওয়ে চায়ের দোকানে আলাপ, বেচারী দেখ্‌ছি আমায় ভুলতে পারেনি। সন্ধান নিয়ে নিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছে; এসে এখন সহরতলীতে বাসা নিয়ে আছে। কিন্তু যাইই বা কি ক'রে? আমার খ্যাঁকশেয়ালিরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীটির ভারি কড়া পাহারা; ঘাঁটি এড়িয়ে যাওয়া যায় কেমন ক'রে? কী বলা যায় ওকে? কিছু একটা মৎলব আঁটতে হ'ল দেখ্‌ছি! হুঁ, আচ্ছা; একবার ডাকি এই দিকে। ওগো! ওগো! শুন্‌ছ? ওগো!

গৃহিণী

(নেপথ্যে) কি ভাগ্যি। হঠাৎ আমায় যে বড় ডাকা হচ্ছে?

কর্ত্তা

হুঁ, একবার এই দিকে এস।

গৃহিণী

(প্রবেশ করিয়া) হুজুরের যে হুকুম!

কর্ত্তা

দেখ, তোমায় ডাক্‌ছিলুম; কেন তা' জান? এই—ক'দিন থেকে আমি ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি,—তাই—

গৃহিণী

দুঃস্বপ্ন? হজমের গোলমাল হলেই অমন হয়; তা' ও-সব তুমি রাত্তির দিন অত ভেব না।

কর্ত্তা

যা' বল্লে। বেশীর ভাগ স্বপ্ন হজমের গোল থেকেই জন্মায়; কিন্তু আমি যে রকম স্বপ্ন দেখি সে হজ্‌মী গুলিতে সারবার নয়; আমার ক্রমেই যেন মন টন সব দমে যাচ্ছে। দিন কতক কোনো তীর্থে গিয়ে থাক্‌ব মনে কর্‌ছি, দেবতাদের পূজো টুজো দিয়ে দেখা যা'ক!

গৃহিণী

তা' কোথায় যাবে?

কর্ত্তা

প্রথমে ভেবেছি, সহরে যত দেবতার স্থান, সাধুর আস্তানা আছে—সব জায়গায় পূজো দিয়ে, তারপর দেশে যত মঠ মন্দির আছে সমস্ত পায়ে হেঁটে প্রদাক্ষিণ ক'রে আস্‌ব।

গৃহিণী

না, না, না,—সে হ'বে না; বাড়ী ছেড়ে তোমার কোথাও থাকা টাকা হ'বে না। পূজো আচ্চা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন—যা' কর্ত্তে হয় তা' এই বাড়ীতে বসেই করা ভাল।

কর্ত্তা

বাড়ীতে? হুঁঃ; বাড়ীতে আবার হাঙ্গামা—

গৃহিণী

হাঙ্গামা কিসের? আমি সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে দেব এখন; তুমি হাতে মাথায় ধুনী জ্বালাও!

কর্ত্তা

কী বল আর কী কও! ও সব কি পুরুষ মানুষের কর্ম্ম? বিশেষ তো আমি!

গৃহিণী

বাড়ী ছেড়ে পূজো ফুজোর কথা আমি কিছুতেই শুন্‌ব না। ও সব হবে টবে না।

কর্ত্তা

বেশ গো বেশ। আমারই কি ইচ্ছে—যে বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, তুমিও হয়েছ তেম্‌নি অবুঝ, কি যে বল তার ঠিক নেই, একটা মৎলব তো দিতে পারলে না। চুলোয় যাক্!...বাড়ীতে? ঘরে ব'সে (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ) এই! হয়েছে—পাওয়া গেছে! মনে পড়েছে,—শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসন!

গৃহিণী

নিদিধ্যাসন? সে আবার কি?

কর্ত্তা

জান না? তা' না জান্‌বারই কথা, তুমি জান্‌বে কি ক'রে? একি এ কালেব কথা? সেই—যে যুগে বোধিধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম্মপ্রচাব কর্ত্তে জাপানে আসেন এ সেই যুগের কথা। বোধিধর্ম্ম নিদিধ্যাসন কর্ত্তেন। এ কি ক'বে করে তা জান? ধ্যানকম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মন্ত্র জপ কর্ত্তে হয়। কর্ত্তে কর্ত্তে কর্ত্তে যখন ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে যায়, তখনি মুক্তি; সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় আর কি! ভারি কঠিন ক্রিয়া।

গৃহিণী

তা—ও কর্ত্তে কতক্ষণ লাগে?

কর্ত্তা

তা' বল্‌তে কি,—তা' কারো কারো দু'তিন হপ্তা লাগে, কারো আবার বেশীও লাগ্‌তে পাবে।

গৃহিণী

উহুঁহুঁ, সে হ'বে না, অত দিন কি—

কর্ত্তা

আচ্ছা, না হয়, তুমিই ব্যবস্থা দাও—

গৃহিণী

ঘণ্টাখানেক—আমি বলি ঘণ্টাখানেক হ'লেই ঢের হ'ল, আচ্ছা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত না হয় চেষ্টা কোরো—কম্বল মুড়ি দিয়ে থাক্‌তে।

কর্ত্তা

আরে ছিঃ! নেহাৎ ছেলে মানুষের মত কথা বলছ তুমি!

মন স্থির কর্ত্তেই তো সূর্য্যাস্ত! বরং সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রকৃত নিদিধ্যাসনের সময়।

গৃহিণী

সমস্ত দিন—সমস্ত রাত?

কর্ত্তা

হুঁ—উ।

গৃহিণী

উহুঁ, ও আমার মনের মতন ব্যবস্থা হ'ল না; তা'—তা'—আচ্ছা,—তাই সই, যখন তোমার নেহাৎ ইচ্ছে হয়েছে, তাই হোক, একদিন একরাত।

কর্ত্তা

সত্যি বল্‌ছ?

গৃহিণী

সত্যি।

কর্ত্তা

ওঃ সে হ'লে তো ভালই, সে হ'লে তো ভালই হয়। কিন্তু দেখ, আমি যেখানে নিদিধ্যাসনে বস্‌ব সে ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। শাস্ত্রে লিখ্‌ছে তা হ'লে সব নষ্ট হবে। উকি ঝুঁকিও দিয়ো না, যদি দাও, পাপের ঝুঁকি তোমার উপর। আগে থাক্‌তে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝ্‌লে?

গৃহিণী

বেশ, আমি আস্‌ব না গো আস্‌ব না; হ'ল তো?

কর্ত্তা

রাগ ক'রনা, ভালোয় ভালোয় আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়ে গেলে, তখন আর আস্‌তে কোনো বাধা নেই।

গৃহিণী

তাই হবে। (গমনোদ্যত)

কর্ত্তা

দেখ!—

গৃহিণী

আবার কি?

কর্ত্তা

যা' বল্লুম, মনে থাকে যেন, এ ঘরে যেন এসে পড় না। শাস্ত্রে বলে—'হাউ চাউ যার রান্না ঘরে, ধ্যান কর্ব্বে সে কেমন করে'? আর যাই কর—এদিকে কিন্তু এস টেস না।

গৃহিণী

ভয় নেই গো ভয় নেই, আমি এ ঘরের ছাওয়াও মাড়াব না।

কর্ত্তা

তবে শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—

গৃহিণী

শেষ হ'য়ে গেলে—কিন্তু ডেকো আমায়।

কর্ত্তা

হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়। (স্ত্রীর প্রস্থান)

হা—হা—হা, মেয়েগুলো নেহাৎ খাজা, সত্যি ভাব্‌লে নিদিধ্যাসন—হা—হা—হা! কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদিধ্যাসন? হা—হা—হা! ওরে ছোকরা—ওই!

ভৃত্য

(নেপথ্যে) আজ্ঞে।

কর্ত্তা

আছিস্ ওখানে।

ভৃত্য

আছি আজ্ঞে।

(প্রবেশ)

কর্ত্তা

এই যে হাজির 'আজ্ঞে'।

ভৃত্য

হুজুরের মেজাজটা আজ ফুরতি ফুরতি মালুম হচ্ছে—

কর্ত্তা

আজ্ঞে; ফুরতির কারণ আছে, আজ্ঞে; আজ ওহানা সানের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তা তো তুই জানিস্; কিন্তু তোর মাঠাকরুণ বোধ হয় ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছে। তাকে ভোলাবার এক ফিকিরও করিছি। তাকে বলিছি যে আজ সমস্ত দিন রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করব।

ভৃত্য

জবর ফিকির—

কর্ত্তা

আজ্ঞে; এখন তোকে একটি কাজ করতে হ'বে। পারবি কি না, বল্।

ভৃত্য

বলুন্ এগিয়ে—

কর্ত্তা

বলি, শোন্; কথাটা হচ্ছে এই, যে, তোকে আমার বদলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক্‌তে হ'বে,—আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত; বুঝিচিস্ তো? যদিও তোর মাঠাক্‌রুণকে এ ঘরে ঢুক্‌তে বারণ করিছি, তবু, কি জানি? যদিই ঢোকে,—সাবধানের মার নেই—কি বলিস্?

ভৃত্য

আজ্ঞে, তার আর কি? কম্বল মুড়ি দেওয়াটা আর বেশী কথা কি? তবে, যদি ঠাক্‌রুণের কাছে ধরা পড়ি, তো পরাণটা যাবে, তাই বল্‌ছিলাম কি—

কর্ত্তা

বল্‌ছিলুম টল্‌ছিলুম নয়। এ তোকে কর্ত্তেই হবে; প্রাণ যাবে কি? আমি থাক্‌তে প্রাণ যাবে কি রকম? আমি যখন রইছি তখন তোর ভয় কি?

ভৃত্য

তা' আপুনি যখন বল্‌ছ তখন ভয় নেই।—তা'—তা'—এবারটা আমায় মাপ কর।

কর্ত্তা

না, না, সে হবে না; এ তোকে কর্ত্তেই হ'বে; আমি যখন বল্‌ছি তখন তোর মাথার একগাছ চুল ছোঁয় কার সাধ্য।

ভৃত্য

মাফ করুন, কর্ত্তা মাফ করুন।

কর্ত্তা

আরে গেল যা'! গিন্নির ভয়ই ভয়, কর্ত্তাটা কেউ নয়—না? এত বড় স্পর্দ্ধা তোর—তুই আমার হুকুম অমান্য করিস্!

ভৃত্য

(জিভ্ কাটিয়া) বাপ্ রে!

কর্ত্তা

আমার উপর টেক্কা!

ভৃত্য

না হুজুর না, আপুনি যা বল, সব শুন্‌ব।

কর্ত্তা

সত্যি বল্‌ছিস্ তো—ঠিক?—অ্যাঁ?

ভৃত্য

আজ্ঞে।

কর্ত্তা

হীঃ—হীঃ, আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম; তবে থাকিস্, বুঝ্‌লি!

ভৃত্য

হুজুরের যে হুকুম হয়।

কর্ত্তা

ব'স্ এইখানে, আমি নিজেই তোর নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। নড়িস্ নে।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা

এম্‌নি ক'রে ব'স্—এই।

ভৃত্য

আজ্ঞে পায়ে হাত দিয়োনি।

কর্ত্তা

দেখ্, এই কম্বলটা এইবার বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে নে। একটু কষ্ট হ'বে—তা' আব কি করবি বল্।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা

এই—এই। কিন্তু খবরদার! তোর মাঠাকুরুণ যদি কম্বল খুল্‌তে বলে—খবরদার খুলিস্ নে—বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য

সে আমাকে শিখুতে হবে নেই। আপুনি ভয় করবেন নাই।

কর্ত্তা

আমি শীগ্‌গিরই ফিরব, বেশী দেরী হবে না।

ভৃত্য

দয়া ক'রে একটুকু শীগ্‌গিরি এস যেন হুজুর।

কর্ত্তা

যাক্, বাঁচা গেল, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্; ওহানা হয় তো আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

(প্রস্থান)

(জানালায় গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী

উহুঁ, আমাব কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, আমায় অতবার ক'রে এ ঘরে আস্‌তে মানা করলে কেন? ধ্যান ভঙ্গ হ'বে?...তা একবার বারণ করলেই তো হ'ত;...উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখ্‌তেও মানা করলে,...আমার ভারি সন্দেহ হচ্ছে (দরজার কাছে আসিয়া উঁকি দিয়া) এ কি? নাঃ, ভারি কষ্টের ব্রত, একেবারে আগাগোড়া মুড়ি! আমি হ'লে হাঁফিয়ে মরতুম। (অগ্রসর হইয়া) ওগো দেখ, দেখ, তুমি আমায় আস্‌তে বারণ করেছিলে,—কিন্তু আমি থাক্‌তে পারলুম না; কম্বলের ভিতর কষ্ট হ'চ্ছে? অ্যাঁ? কষ্ট হচ্ছে? একবার একটু চা খেয়ে নিলে হ'ত না?...হ্যাঁ গা! একটু চা? নিয়ে আস্‌ব? (কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) বুঝিচি, বুঝিচি, তুমি রাগ ক'রেছ—রাগ করবারই কথা; তুমি অত ক'রে বারণ করলে তবু এসিচি, আমাব ঘাট হয়েছে, তুমি আমায় এবাবের মতন মাফ্‌ কর; আমার কথা রাখ, ওই কম্বলটা একটু ফাঁক কবে দাও, মুখে মাথায় হাওয়া লাগুক্‌—তোমার কষ্ট হ'চ্ছে (পুনর্ব্বার কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) না, না! "না" বল্লে হ'বে না; তোমার মুড়ি দেওয়া দেখে আমার হাঁফ্‌ ধরছে ও তোমায় খুল্‌তেই হ'বে; শুন্‌ছ? ওগো! হাঁফ ধরবে, খুলে ফেল; খোলো খোলো (কম্বল ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ভৃত্য বাহির হইয়া পড়িল) এ কি! তুই! তুই হতভাগা! তোর বাবু কোথায় গেল? বল্‌! বল্‌! বল্‌বি নে? বল্‌বি নে?

ভৃত্য

তা তো আমি বলতে পারলাম্ নেই।

গৃহিণী

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে,—সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে; নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়েছে। (ভৃত্যের প্রতি) তুই জানিস্ নে? আমার সঙ্গে চালাকি? বল্‌বি নে? বলবি নে? বল্ শিগ্‌গীর, নইলে তোকে আস্ত রাখ্‌ব না, এই ব'লে দিলুম।

ভৃত্য

আজ্ঞে, আমি—আমার কি অপরাধ? তা আপুনি যখন সুধুচ্চেন—তখন আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় ক'রে কি করব? বাবু মশায় ওহানা ঠাকরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই গেছেন।

গৃহিণী

কি বল্লি? ওহানা ঠাকরুণ? ওহানা কুকুর—বল্—ওহানা কুকুর। দেখা করতে গেছে?—গেছে? অ্যাঁ?

ভৃত্য

আজ্ঞে।

গৃহিণী

রাগে আমার চোখ্ দিয়ে—জল আস্‌ছে, আমার কান্না পাচ্ছে (ক্রন্দন)।

ভৃত্য

তা তো' হ'তেই পারে; কান্না তো পেতেই পারে।

গৃহিণী

(চোখ মুছিয়া) থাম্ তুই, তোকেও ঘা কতক দিতুম, যদি

সব কথা খুলে না বল্‌তিস্‌। এবারের মতন মাফ করলুম্‌। এখন ওঠ্‌!

ভৃত্য

আজ্ঞে, আপুনি হলেন মুনিব আপনার কাছে তঞ্চক?

গৃহিণী

আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বল্‌—ঠিক করে বল্‌, এ কম্বলের ভিতর তুই কেন বসেছিলি?

ভৃত্য

আজ্ঞে বাবুর হুকুম, আমায় বাবু বল্লে "তুই এমনি ক'রে আসন পীড়ি হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক্‌" আমি গোড়ায় রাজী হই নেই, শেষে বাবু ভয় দেখাতে নিম্‌রাজী গোছ হ'য়ে—থাক্‌তে হ'ল।

গৃহিণী

তা' তোর আর দোষ কি? দেখ্‌, এখন তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে; কেমন পারবি তো?

ভৃত্য

তা আর পারব নেই?

গৃহিণী

তবে নে, এই কম্বলটা নিয়ে আমার আপাদমস্তক ঢেকে দে; তোর বাবু যেমন ক'রে তোকে ঢেকে দিয়েছিল ঠিক্‌ তেম্‌নি; বুঝ্‌লি তো?

ভৃত্য

আজ্ঞে আপুনি মা-বাপ, তোমার কথা কি আমি ঠেল্‌তে পারি?

তবে, বাবু মশায় যদি জান্‌তে পারে, তবে আমাকে টেরটা পাইয়ে দেবে।

গৃহিণী

না, না ; কিছু বল্‌বে না ; আচ্ছা, বলে তো আমি তার দায়ী ; এখন নে।

ভৃত্য

আজ্ঞে এবারটা আমায় ছাড়ান্‌ দিলে গরীব বেঁচে যাই।

গৃহিণী

বল্‌ছি তোর কোনো ভয় নেই তবু ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ করবি ? বাবু যদি তোর গায়ে হাত দেয় তো আমি তাকে দেখে নেব।

ভৃত্য

আজ্ঞে, তা হ'লেই হ'ল, আপুনি যখন মধ্যস্থ হচ্ছ তখন আর ভয়টা কিসের ?

গৃহিণী

তা' আর বল্‌তে, এখন নে দিকিন্‌।

ভৃত্য

এগিয়ে—বস আপুনি।

গৃহিণী

(তথাকরণ) বসিছি।

ভৃত্য

আপনার কষ্ট হ'বে কিন্তুন্‌—

গৃহিণী

তা হোক্‌। কিন্তু দেখ এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে দিবি যেন বুঝ্‌তে না পারে।

ভৃত্য

ইস্! সাধ্যি! আমি মড়া-ঢাকার মতন ক'রে ঢেকে দেব; দেখ না, আপুনি।

গৃহিণী

হ'য়েছে; এখন যা' তুই.........জিরুগে।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

গৃহিণী

ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, সব ফাঁশ ক'রে দিস্‌নি যেন, বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য

তা' আর বল্‌তে।

গৃহিণী

আমি শুন্‌ছিলুম যে তোর নাকি একখানা রেশমী চাদরের সখ্ হ'য়েছে? সত্যি? তা' তার আর ভাবনা কি? আমি তোকে দেব, বুঝিচিস? আমার নিজের তৈরী একটা পয়সা রাখ্‌বার রেশমী গেঁজেও সেই সঙ্গে দেব এখন।

ভৃত্য

আজ্ঞে আপুনি মা বাপ—

গৃহিণী

এখন যা' পালা।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা

(নেপথ্যে গান)

ভোরের পাখী ডাক্‌বে ভোরে,—
তোমার বা' কি ? আমার বা কি ?
চোখে দেখেই ফিরব, ওরে।
ভোরের আমি খোঁজ কি রাখি ?
ঝাউয়ের বনে উঠ্‌ছে হাওয়া,
পড়ছে মনে তার সে আঁখি !
জড়িয়ে গেছে মলিন ছায়া
আলোর লেখা নাইক বাকী।

(প্রবেশ করিয়া)

দুনিয়ার গতিক্‌ই এই ; গোপন প্রেমের ধারাই এম্‌নি ; কিন্তু তা' বলে কি ভুল্‌তে পারা যায় ; তাকে যতই দেখছি মনটা ততই যেন তার উপর বসে যাচ্ছে।

আহা, ভুল্‌তে নারি ভুল্‌তে নারি
ফাগুন ফুলের ফুল্‌কি,
কপালে তার নতুন বাহার
ফুলের মতন উল্‌কি !

আরে ছ্যা ছ্যা, এ করছি কি ? পাগলের মতন নিজের মনেই বক্‌ছি যে ! বাঃ ! আর ওদিকে চাকর ছোঁড়াটা কম্বলের ভিতর হাঁপিয়ে মারা যাচ্ছে। ওরে ! ওরে ! ও ছোক্‌রা ! আমি এসেছি ! আমি এসেছি ! তোর ভারি কষ্ট হয়েছে...তা' কি করব বল্‌···আঃ বসা যাক্। (উপবেশন) ওরে ! কম্বলটা এইবার খুলে ফেল না, আর নিদিধ্যাসনের দরকার কি ?...লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমার সাম্‌নে

ধ্যান ভাঙ্‌তে লজ্জা হচ্ছে···হাঃ! হাঃ! হাঃ! ···তা' থাক্ একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ। ততক্ষণ ওহানা সানের সব কথাবার্ত্তা তোকে বলি শোন্; শুন্‌তে ইচ্ছে হয় তো বল্, অ্যাঁ? (কম্বলের ভিতর সম্মতিসূচক শিরশ্চালন) বেশ! বেশ! তবে বলি শোন্। এখান থেকে বেরিয়ে তো এক রকম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করা গেল; তা সত্ত্বেও পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাব্‌ছি ওহানা সান্ আমার বিলম্ব দেখে না জানি কতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। চীনেদেব কবি লি-শং-য়িনের মতন সে হয় তো বল্‌ছে—

"কথা দিয়েছিল, তবু'ও এল না,
 তৃতীয় প্রহর কাটিল জাগি;
দেবদারু বনে পল্লব নড়ে
 আমি ভাবি—মোর বন্ধু না কি?"

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলিছি এমন সময় শুন্‌তে পেলুম কে গুণ গুণ স্বরে গাইছে—

বাতির আলো মলিন হ'ল
 বাইরে কাঁদে হাওয়ার বীণা;
পথ চেয়ে মন—ক্লান্ত—নয়ন,
 বল্‌গো সে আজ আস্‌বে কিনা!

এ ওহানার গলা না হ'য়ে যায় না; আমি আস্তে আস্তে শিকলটি নাড়লুম। অম্‌নি ভিতর থেকে ওহানা বলে উঠ্‌ল 'কে গো? কে?' তখন বৃষ্টি পড়ছে, আমি বল্লুম 'এই বৃষ্টিতে কে এসেছে বলে বোধ হয়?' অম্‌নি পায়ের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝিনিঝিন্ ক'রে খিড়কীর শিক্‌লী খুলে ওহানা সান্ একেবারে

আমার সাম্‌নে হাজির। সে আমাকে হাত ধ'রে খাতির ক'রে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল; আর বারে বারে বল্‌তে লাগ্‌ল "আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, সহুরে লোকের আদব-কায়দা জানিনে, মাপ্‌ করবেন।" তার পর সে তোর কথা জিগ্‌গেস্‌ করলে, বল্লে 'তোমার সেই চাকর ছোকরাটিকে নিয়ে এলে না কেন?' আমি তখন নিদিধ্যাসনের কথা খুলে বল্লুম,—তোকে যে বকল্‌মা দিয়ে এসেছি তাও বল্লুম, শুনে খুব হাস্‌তে লাগল। তার পর আবার ওহানা তোর জন্যে দুঃখ করতে লাগল, বল্‌লে, "আহা! বেচারা আমাদের জন্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ না জানি কত কষ্টই ভোগ করছে; ছোকরা তোমার ভারি বাধ্য; তার যাতে ভাল হয় সেদিকে কিন্তু তুমি দৃষ্টি রেখ। ওর এই সব কথাবার্ত্তা শুনে আমি তো একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, ভাব্‌তে লাগলুম, ওহানা সানের হৃদয় কী মধুর! সামান্য একজন চাকরের দুঃখে সে দুঃখিত; আর আমার খ্যাঁকশেয়ালিরূপিণী গৃহিণী?—কেবল খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করতেই আছেন! (কম্বলের ভিতর বিষম চঞ্চলতা) তার পর বুঝ্‌লি, দু'জনে মিলে দস্তুর মত জল যোগ ক'রে একটু বিশ্রাম করা গেল, কত গল্প গুজব হ'ল, কত হাসি, কত আমোদ। হঠাৎ মঠে মন্দিরে মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, আমিও বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। ওহানা কি আমায় ছাড়তে চায়? শেষে অনেক মিনতি ক'রে বলায়, সে কবিতায় বলে উঠ্‌ল—

ভেবেছিনু হায় কত কি তোমায়
বলিব আমি,
স্বপনে জানিনি এত অল্পেতে
ফুরাবে যামী;

বিদায়ের ক্ষণ সহসা এসেছে,—
ভেসেছে আঁখি,
যত বলিবার ছিল—আধা তার
রয়েছে বাকী!

আমারও চলে আসতে মন সরছিল না; কিন্তু মঠে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করলে সময়ে ফিরতে পারব না ভেবে, কাজে কাজেই আমায় উঠ্তে হ'ল; তখন ওহানা বল্লে "মঠ মন্দিরের নিঃসংসারী নির্দ্দয় মোহান্তগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হৃদয়ের সুখ-শান্তির আজ হন্তারক হ'ল।" তখন তার চোখ্ ছল্ ছল্ করছে। কিন্তু কি করব? তবুও চলে আস্তে হ'ল।

চ'লে এলাম শিথিল ক'রে বাহুর বাঁধনখানি,
বাহুলতার কোমল বাঁধন তার;
চ'লে এলাম, চলে এলাম কপালে কর হানি'
সজল দু'চোখ মুছে বারম্বার!
সজল চোখে আমার পানে রইল চেয়ে রাণী,—
দেখ্তে আমায় পেলে যতক্ষণ;
পথের বাঁকে হারিয়ে শেষে গেল ছবিখানি,—
বাঁকা চাঁদের আলোয় অদর্শন।

(নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন) এম্নি ক'রে নিষ্ঠুরের মতন চলে এলাম, আস্তে হ'ল—(পুনর্ব্বার অশ্রু মোচন) আ-আ! ওরে তুই এখনও কম্বল মুড়ি দিয়ে রইছিস্—দেখ্ আমি তা' ভুলে গিছলুম—কথায় কথায় ভুলে গিছলুম, খুলে ফেল—খুলে ফেল,—আহা তোর কষ্ট হ'চ্ছে, কম্বলখানা খুলে ফেল,—ও কি? তুই বসে বসে ঘুমুচ্ছিস্ নাকি? আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি;

আরে! ছাড় কম্বল! আরে—এ আবার তোর কি খেয়াল? খোল্ কম্বল!

(টানাটানি করিতে কম্বল খুলিয়া পড়িল
এবং চণ্ডীমূর্ত্তি গৃহিণী লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

গৃহিণী

আমার খুন চেপেছে! আমার খুন চেপেছে! এই তোমার নিদিধ্যাসন! এই তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম! আমার চোখে ধূলো দিয়ে ওহানার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া!

কর্ত্তা

আরে না, আরে না, আমি ধ্যান করছিলুম—সত্যি বল্‌ছি—সত্যি।

গৃহিণী

কী! আবার মিছে কথা! আমাকে বোকা বানাতে চাও! আমি কিছু জানিনে? এই তোমার নিদিধ্যাসন? আমায় আবার খ্যাঁকশেয়ালি বলা? আমি খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে কামড়াই? আমায় ফাঁকি দিয়ে—ওকি? যাও কোথায়—যাও কোথায়? (পশ্চাদ্ধাবন)

কর্ত্তা

আরে না—আরে না। তোমায় আমি কিচ্ছু বলিনি, আমি মাফ্ চাইছি, মাফ্ চাইছি।

গৃহিণী

ফের মিছে কথা? বলনি খ্যাঁক্‌শেয়ালি? ফের মিছে কথা?—চালাকী? যাওয়া হয়েছিল কোথায়—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

কর্ত্তা

তোমার কাছে আমি কি মিছে কথা কইছি? তোমার কাছে কি লুকুচ্ছি? সহরের যত মঠে মন্দিরে, পূজো—পূজো—পূজো—

গৃহিণী

হুঁ, পূজো—পূজো—এই যে পূজো দেখাচ্ছি।

কর্ত্তা

মাফ কর,—আমি মাফ চাইছি—আমি মাফ চাইছি—

গৃহিণী

(ঝাঁটা লইয়া) এই যে মাপকাঠি—মাফ্ চাওয়াচ্ছি—

(কর্ত্তার পলায়ন)

পালিয়ে গেল—হাড়জ্বালানে পালিয়ে গেল! ওগো ধর! ধর! ধর! পালাবে কি? পালাবে কোথায়? আমার রাগটা মাঠে মারা যাবে? ধর! ধর!

যবনিকা

সূচী

একই লেখকের লেখা

বেণু ও বীণা ... ... এক টাকা।

"পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি।" প্রবাসী।

হোমশিখা ... ... এক টাকা।

"উচ্চচিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুলের ফসল ... ... আট আনা।

"বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি উৎকৃষ্ট 'লিরিক্'।" ভারতী।

কুহু ও কেকা ... ... এক টাকা।

"সমগ্র কাব্যখানি বারংবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়া ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি তাঁহার সমসাময়িক কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসনখানির দাবী কবির পক্ষে কায়েম হইয়া গিয়াছে।" প্রবাসী।

তীর্থ সলিল ... ... এক টাকা।

"কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়।" বঙ্গবাসী।

তীর্থরেণু ... ... এক টাকা।

"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্নদুঃখী ... ... বারো আনা।

অন্যায়পীড়িত দরিদ্র জীবনের করুণকাহিনী। নরোয়ের একখানি সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ।

"বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে লেখক একটা নূতনত্বের আভাস দিয়াছেন। * * পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।" ভারতী।

চীনের ধূপ ... ... চার আনা।

চীনদেশের ঋষি ও মনীষিদিগের ভাবসম্পুট

"এই গ্রন্থে এমন অনেক মহাবাণী আছে, যাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, জীবন যাত্রার অনেক জটিল প্রশ্ন সমাধানের সহায়তা ঘটিবে।" ভারতী।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার।

(অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত)

মূল্য পাঁচসিকা।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ) ২॥০

" " " (দ্বিতীয় ভাগ) ৩॥০

শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত

যূথিকা (গল্পের বহি) এক টাকা।

অম্লমধুর (হাস্য রসাত্মক নাটিকা, মিনার্ভায় অভিনীত) ছয় আনা।